কৃষ্টি ও সমাজ বিপ্লবী
সঠিক পথের দিশারী
মাসিক পত্রিকা

তাওহীদের ডাক

ঈদ সংখ্যা
তাওহীদের ডাক
(২য় সংখ্যা)

সম্পাদকঃ
মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ আন্দোলন।

সহযোগীতায়ঃ
মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ ছালাফী

মূল্যঃ পনের টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অফসেট মুদ্রণেঃ
দি বেঙ্গল প্রেস
রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৪৬১২

সম্পাদকীয়

*সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর **"তাওহীদের ডাক"** নতুন কলেবর নিয়ে আবার প্রিয় পাঠক পাঠিকা ও কর্মীদের সমুখে উপস্থিত। সকলকে আন্তরিক ছালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে হাতে তুলে দিতে চাই সঠিক দীনের দাওয়াতী পত্র এই মাসিক পত্রিকা। আমাদের লিখনী, প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততার মাঝে সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা ও কর্মীদের হাতে দাওয়াতী রেছালা অর্পণ করতে বিলম্ব হওয়ায় আমারা বিশেষ দুঃখিত। রামাযানের সিয়ামের তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির দ্বারা সকল মানুষ পূত পবিত্র হোক আমাদের তাওহীদী তাহ্‌রিক "আহলেহাদীছ আন্দোলন" আরও জোরদার হোক, এ কামনা ও বাসনা সকলের। এই পত্রিকার সকল লেখক লেখিকার লেখা, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা সাহিত্যিক মূল্যায়নে সফলতা যে টুকুই রাখুক না কেন তাদের মনের আকুতি ও প্রচেষ্টার মূল্য অস্বীকার করা যায় না।*

আজ বিক্ষুব্ধ পৃথিবী ও সমস্যা সংকুল সমাজ দিশাহারা। সুযোগ্য দিশারী ও যোগ্য নেতৃত্বের শুন্যতা আজ বিশ্বব্যাপী। এ শুন্যতা পুরণের উদ্দেশ্যই আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে কাফেলার মরু হিমাদ্রি, দুস্তর পারাবার অতিক্রম করতে হবে। আমরা মহা প্রভূ আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে প্রিয় নবীর নির্দেশিত পথে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে চলেছি, আমরা শীঘ্রই মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে সমর্থ হব, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আন্দোলনের এ মুখবন্ধ পত্রিকাটি সকলের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দাবী রাখে। এতে যারা সহযোগিতা করেছেন ও অকুণ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছেন তাদের প্রতি রইলো আন্তরিক ভালবাসা। শেষে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করে এবং পূর্ণ সাহায্য চেয়ে সিজদায়ে শুকুর নিবেদন করছি। ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ!!

দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি আবেদন

পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মুমিন-মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে আল্লাহ পাক বলেন যে, মুত্তাকী তারাই যারা আমার দেওয়া সম্পদ থেকে খরচ করে(বাকারাহ ৩)। তিনি বলেন,সুদের দ্বারা সম্পদের ঘাটতি হয় ও দান-ছদকার দ্বারা সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে(বাকারাহ-২৭৬) যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত প্রদান করেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে তিনি দ্বিগুণ পাবেন (রূম-৩৯)। কিন্তু যিনি কৃপণতা করবেন ও "আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ না করে সোনা-রূপা(সম্পদ) পুঞ্জিভুত করবেন, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে"(তাওবাহ-৩৪)। " কেয়ামতের দিন ঐ মাল সম্পদ কৃপণের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে" (আল - ইমরান ১৮০) আল্লাহ বলেন 'তোমরা তোমাদের বিশুদ্ধ উপার্জন হতে আল্লাহর পথে খরচ কর এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপাদন করি, তা থেকে খরচ কর(বাকারাহ-২৬৭)। তিনি বলেন'শস্য কর্তন কালে উহার হক(ওশর) আদায় কর'(আনআম ১৪১)।

যাকাত দুই প্রকারঃ (১) মালের যাকাত ও (২) কৃষিপণ্যের যাকাত যা ওশর নামে পরিচিত। ২০০ দিরহামের নেছাব পরিমাণ সঞ্চিত মাল বা টাকা পয়সা এক বৎসর অতিবাহিত করলে তাতে ১/৪০ ভাগ এবং পাঁচ অসক বা কিছু কম ২০ মণের নেছাব পরিমাণ ফসল ঘরে উঠলে এবং প্রবাহিত পানি দ্বারা উৎপন্ন হলে তাতে ওশর বা ১/১০ অংশ ও সেচ পানিতে হলে ১/২০ অংশ যাকাত আদায় করা মুমিনের উপরে ফরয (বুখারী-মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা-১৭৯৭)। 'একই জমিতে ওশর ও খাজনা একত্রিত হবে না' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, উহা বাতিল (দ্রষ্টব্যঃ বায়হাকী ৪/১৩২ পৃঃ)। খাজনা হ'ল ভূমিকর এবং ওশর হ'ল উৎপন্ন ফসলের যাকাত। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ফসল নেছাব পরিমাণ না হ'লে ওশর নাই।

সম্মানিত সুধী বৃন্দ!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তার জন্মলগ্ন থেকেই দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার লক্ষ্যে তাবলীগী কর্মসূচী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে দেশের আইন ও সমাজ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবীতে আমরা ইতোমধ্যে দেশের সরকারের নিকটে স্মারকলিপি পেশ করেছি এবং আমাদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে উক্ত দাবী অব্যাহত রয়েছে।

তাই আপনারা পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় আপনাদের দান-ছদকাহ,ফিৎরা- কুরবানী, ওশর-যাকাত হ'তে একটা নির্দিষ্ট অংশ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের বায়তুল মাল ফাণ্ডে প্রদান করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজের সঠিক পরিবর্তনের জন্য দা'ওয়াত ও জিহাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।।

বিঃ দ্রঃ- সকল প্রকার টাকা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় রশিদের মাধ্যমে প্রদান করবেন। অথবা বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকনায় সভাপতি বরাবর মানি অর্ডার যোগে প্রেরণ করবেন।

প্রচারেঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ মাদ্রাসা মার্কেট (৩য়তলা)
রাণীবাজার, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০

"আহবান"

আব্দুল ওয়াজেদ ছালাফী
সাবেক সহ-সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা।

কালের আবর্তনে বর্ষ পেরিয়ে চিরাচরিত নিয়মে আমাদের মাঝে আবার ফিরে এসেছে সিয়ামের মাস। এ মাস আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ, সাধনা ও সফলতার মাস। সারা বছরের পাপপঙ্কিলতা, অন্যায়, ধোকা, প্রতারণা ও হিংসা বিবাদের অবসান কল্পে পরিশুদ্ধি ও সিয়ামের কঠোর সাধনা মানব সমাজকে আহবান করে খাঁটি মুমিন বনাম বিশুদ্ধ মানুষ হতে। লাগামহীন বেপরোয়া স্বাধীন মনকে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির শৃংখলে আবদ্ধ করে পরম স্রষ্ঠা রাব্বুল আলামীনের হুজুরে আত্মসমর্পনকারীরূপে সমর্পিত করা। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি রহমত, মাগফেরাত ও পূর্ণ সফলতা লাভ করা ইহাই সিয়ামের সাধনা।

মুসলিম বিশ্বে প্রতিবারের মত এবারও মাসটি এসেছে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা নিয়ে। মুসলিম বিশ্ব আজ বিজাতির কুটচক্রে আবর্তিত হচ্ছে অবোধ শিশুর মত। আফগানিস্তান ও সোমালীতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে আত্মঘাতী সংগ্রাম, আজো তার সমাধান হয়নি। জাতিসংঘ এবং ও, আই, সি, নিষ্ক্রিয় নিরব দর্শকের ভুমিকা পালন করে চলেছে। জামালউদ্দিন আফগানীর মত বিশ্বমুসলিম দরদী ও আপোসকামী নেতা আর কেউ কি আছে? বসনিয়া, চেচনিয়া, আরাকান ও কাশ্মীরের মুজাহিদদের ন্যায়সংগত আজাদী সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা সেই সাথে জান ও মালের কুরবানী কে দেবে? আজ এই সংকট ও যুগসন্ধিক্ষণে গাজী সালাহউদ্দীনের মত বীর মুজাহিদ অকুতোভয় নেতার প্রয়োজন সর্বাধিক।

অশান্ত এ পৃথিবীতে যখন অশান্তির বহ্নিশিখা বহ্নিমান এমন মুহূর্তে ইসলামের সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন অধিক। এখন সে নেতৃত্বের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? আজ সৎ ও সঠিক নেতৃত্বের সেই মর্দে মুজাহিদের পানে জাতি অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। এমন প্রতীক্ষায় জাতি আর কতকাল নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে?

সিয়ামের মাস রামাযান আমাদের কাছে শুধু তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির দায়িত্বই বহন করে আনেনি, আরও দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার সাথে নিয়ে এসেছে। বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান চায়। বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রে বহু সমস্যা বিরাজমান, স্বার্থসিদ্ধি, রাজনৈতিক দলাদলি, সামাজিক কোন্দল ও ধর্মীয় মতবিরোধ সমাজকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ফেলেছে। মুসলিম সমাজ আজ বিরোধ মুক্ত শান্তির পরিবেশ দেখতে চায়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বর্তমান বিশ্বের একটি শক্তিশালী গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। কারণ সকলেই স্বাধীন জাতীয়সত্তা নিয়ে মানুষের মত আপন ভূখন্ডে সুখে বাস করতে চায়। কিন্তু শান্তি মানুষের নিজ হাতে সৃষ্টি সমস্যার মাঝে নিমগ্ন। মানুষ চায় সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্থ যদি অপরের স্বাধীনতা হরণ, অরাজকতা, হিংস্রতা, লুটতরাজ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হয় তবে সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তি জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ। এমন স্বাধীনতা কারো কাম্য নয়; এ জন্য রয়েছে আইন ও প্রশাসন। পন্ডিত রুশো বলেন, "Man is born free but everywhere he is in chain," মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত কিন্তু সর্বত্রই যে শৃংখলে আবদ্ধ।

মুসলিম জাতির আইন ও শৃংখলার বিধান একমাত্র আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এ দুয়ের বিধানে মাথা নত করতে সকল মুসলিম আইনতঃ বাধ্য।-

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

সুরায়ে লোকমানের ২২ আয়াত। "যদি কেহ সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে সেতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল" (২২-৩১) উরওয়াতুল উসকা অর্থ কড়া বা শিকল। আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও রুটিন মেনে চলাই শান্তি ও শৃংখলার পূর্বশর্ত।

মুসলিম জতির পবিত্র সিয়াম সাধনার সহিত এই লক্ষ্য ও উপলব্ধি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন যে, বিশ্ব মুসলিম এক জাতি, একসত্তা। যেহেতু মুসলিম উম্মাহ অসংখ্য দল ও মতে বিভক্ত সে কারণে সকল মুসলিম দেশের কৃষ্টি ও কালচার দেখবার বুঝবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। মুসলিম কমন মার্কেট গঠন করে সকল মুসলিম দেশের মুক্ত বানিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ দেওয়া উচিৎ। যেমন খৃষ্টান জগৎ ইউরোপে কমনমার্কেট গঠন করে পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সকল দেশ সমৃদ্ধশালী হচ্ছে ও একে অপরের ভাই ও বন্ধু হয়ে একতাবদ্ধ পাশ্চাত্য শক্তি গড়ে তুলেছে। বিশ্বে তারা মিশনারী ও প্রচার কাজ পূর্ণগতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তাদের কৃষ্টি ও কালচার বস্তবাদী দুনিয়া সর্বস্ব।

বিজাতি যেখানে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে সেখানে মুসলিম জাতির আত্মকলহ মিটিয়ে প্রতিটি মুসলিমের কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক এসেছে। কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মূলে মিল্লাতে মুসলিমাকে এক মঞ্চে দাড়াতে হবে Uniform nation অর্থাৎ সম্মিলিত জাতি হিসাবে। আজ ডাক এসেছে সঠিক উপলব্ধির ও সঠিক জ্ঞান আহরণের। কুসংস্কারে জর্জরিত মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যের বস্তবাদী সমাজের কৃষ্টিতে ভেসে চলেছে দ্রুত ধ্বংসের দিকে। বস্তবাদী চেতনা শুধু Hunger and sex; যৌন ও ক্ষুধা, প্রাচুর্য ও ক্ষমতা লিপ্সা, যৌন তৃপ্তি ও বিলাসিতা বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু মৌলিক বিষয় আত্মার বিশুদ্ধতা, ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন, যার অভাবে সমাজ নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা হারিয়ে ফেলছে। সিয়াম এসব বিষয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সংযম শিক্ষা দেয়।

সুন্দর জাতি গঠনের দায়িত্ব তাওহীদী জনতার। তাওহীদী জনতার সংগঠন আহলেহাদীছ আন্দোলন। এ সংগঠনের কর্মীগণ দুরন্ত দুর্বার মুজাহিদ। এদের লিখনী প্রচার হবে ক্ষুরধার! এদের তাবলীগী ময়দান বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তর। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ইসলামী কর্মসূচী নিয়ে প্রতিপ্রান্তরে, ঘরে বাইরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়বে কর্মীগণ। রামাযানের সুবহে সাদিকে পানাহার সাহ্‌রী, দিনে সিয়ামের পবিত্রতা, সন্ধ্যায় ইফতার। এমন কঠোর নিয়মানুবর্তীতা যেমন জীবন ও মনকে শত অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখে ; তেমন কর্মীদের জীবন হয় সুন্দর পবিত্র ও সংযমী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ মুখর; জালিমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী, মজলুমের তরে দরদী বন্ধু।

যুবকদের অসাধ্য সাধনের আহ্বান

يمعشرالجن و الانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموت والارض فانفذوا
لاتنفذون إلابسلطان ۰ فبأي الاء ربكما تكذبان

হে,জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার , অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবেনা শক্তি ব্যতিরেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? (সুরা-রাহমান-৩৩-৩৪)

সুরায়ে রাহমানের আয়াত দুটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মুফাচ্ছেরিনের মন্তব্য

অতঃপর আল্লাহর শাসনসীমা ছেড়ে যদি কেও অন্যত্র চলে যেতে চায় তবে সে চলে যাক; কিন্তু শক্তি বা কুওয়াত এবং বিজয় বাসনা ছাড়া কেমন করে যেতে পারবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে কি অন্য কেও অধিক শক্তিশালী? তবে তারা যাবে কোথায়? অন্য কোথাও কি আশ্রয়ের জায়গা আছে যেখানে তারা নিরাপদে আশ্রয় নিবে? এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিচয়পত্র ও অনুমতি পত্র ব্যতীত অন্য কোন দেশে যাওয়ার অধিকার নেই, সেখানে আল্লাহর সনদ ও অনুমতিপত্র ছাড়া কেমন করে যেতে পারবে? (সাব্বির আহমদ উসমানী)

মানুষের এত শক্তি কোথায় যে সে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে চলে যাবে? বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন ফেরেস্তাগণ জিন ও মানুষ্য জাতিকে বেষ্টন করে রেখে এই কথা বলবে। যাও বেরিয়ে যাও দেখি তোমাদের কত শক্তি। কেহ কেহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো পক্ষে সম্ভব হয় তবে আসমান জমিনের সীমা ছেড়ে কোথাও মৃত্যুহীন স্থানে যেতে পার তবে যাও। কিন্তু মৃত্যুকে কি এড়াতে পারবে? (মৌঃ ওয়াহীদুজ্জামান)

এখানে মানুষ্য ও জিন জাতিকে একই সাথে সম্বোধন করা হয়েছে,. তোমরা চিন্তা কর, গোপনে ও প্রকাশ্যে যে পাপ কাজ ও পূন্য কাজ যাই কর তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। বিচারের দিন অবশ্যই আসবে। সুতারাং আল্লাহর নেয়ামতের শুকুর গোজারী কর। জিন্ন অদৃশ্য শক্তি(অগ্নি) যার ধোয়া নেই, ইহা কোন পদার্থও নয়, মানুষ যেমন জড় পদার্থ (দি হলি কুরআন)

এখানে শক্তি (মেষণর) এর কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে মানুষ যাদু ও রুহানী শক্তিতে বলিয়ান ছিল, হযরত মুসা (আঃ) ও ফিরাউনের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়; রুহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে হযরত সোলায়মান (আঃ) সিংহাসন ও সভাসদ বর্গ সহ বাতাসে উড়ে একদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতেন, আমাদের প্রিয় নবী (ছঃ) মি'রাজে সপ্ত আসমান নিমেষে ভ্রমণ করে আসেন, হযরত ওমর (রাঃ)

পারস্য জয়ের সময় মদিনা থেকে সৈন্যদের পারস্যের নদী অতিক্রম করার আদেশ দেন, আদেশটি বাতাসে ভেসে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের কানে পৌছে যায়। এ সবই ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে যে সব অদৃশ্য শক্তি লুকায়িত আছে তা আবিষ্কার করে মানুষ আজ বৈদ্যুতিক শক্তি, গ্যাস বা বাষ্প শক্তি ,আনবিক শক্তি ও উদযান শক্তি আবিষ্কার করেছে। বাষ্প, বৈদ্যূতিক, আনবিক ও উদযান শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ দুর-দুরান্তে ও মহাকাশে বিচরণ করছে। এসবই সম্ভব হয়েছে শক্তি আহরণের মাধ্যমে আল্লামা ইকবাল তার খুদীর দর্শনে মুসলিম জাতির অধঃপতনের কথা বলেছেন যে , মুসলিম জাতি তার খুদীকে হারিয়ে আজ বিশ্ব শক্তির কাছে মাথা নত করেছে। প্রকৃতই মুসলমান আলকুরআনের সঠিক শিক্ষা ও জাতীয় ঐক্য ভুলে, শতদল ও মতে বিভক্ত হয়ে আপন শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছে। কুরআনের এই আয়াতদ্বয়কে সামনে রেখে আমাদের আবার মুসলিম জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

إِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحتِ فَلَهُمْ أَجْر غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, ইহাদিগের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সুরা ত্বীন-৫)

সুরায়ে রাহমানে বার বার বলা হয়েছে তোমরা কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান দ্বারা সমস্ত নিয়ামত গ্রহণ করে তার সঠিক ব্যবহার ও আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজকে উপকৃত করাই হাক্কুল ইবাদের দায়িত্ব পালন। যারা হককুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তারাই সৎকর্মপরায়ণ। অন্তরে ঈমানের সকল বিষয় দৃঢ় ধারণ করে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়লে যেমন তাদের জন্য রয়েছে সফলতা, তেমনই প্রতিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পুরস্কার। আমাদের আন্দোলনের কর্মীদের প্রকৃত মোমিন ও সৎকর্মপরায়ণ হতে হবে, এবং এ বিশ্বাস রাখতে হ'বে যে, এক সময় মুসলমান সুলতানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল,যাদের শক্তির কাছে পদানত ছিল ইউরোপ। যে ইউরোপ আমেরিকা আজ বিশ্ব শক্তির দাবীদার। জিহাদ শুধু অস্ত্রের লড়াই নয় আল্লাহর পথে লিখনী, প্রকাশনা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের সাধনা ও যুগের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সংগ্রাম হলো উমর্ড্রটর্ভ ষটর, প্রতিনিয়ত জিহাদ,(আল ইমরান-১৪০) "মানুষের মাঝে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই"। সুতরাং উত্থান পতন ইহা যুগের নিয়ম, যুগ এখন আহ্বান জানাচ্ছে মোমিন ও সৎ কর্মপরায়ণদের; আর ঘুমে নয় জেগে উঠ! "জিন্দেগী পুকারতি হায় বেদার হো যাও,. মউত থাপক্তি হায় গাহরী নিদ সো যাও" মৃত্যু ঘুম অবশ্যই আমাদের ত্যাগ করতে হবে। যুগের আমরা সতর্ক প্রহরী। বিশ্ববাসীর শান্তির দূত।।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

"নিয়্যতের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়্যত করেছে। সুতারাং যে হিযরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর নিয়্যতে বা উদ্দেশ্যে তার হিযরত অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (ছাঃ) এর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, এবং যে দুনিয়ার স্বার্থ লাভ কিম্বা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়্যতে হিযরত করে তার হিযরত হয় তারই নিয়্যত অনুযায়ী।"(মুত্তাফেকুন-আলাইহে)

ব্যাখ্যাঃ-

নিয়্যত শব্দের সাধারণ অর্থ-সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প। শরী'অতে এর বিশেষ অর্থঃ (১) কোন কাজকে কোন কাজ হতে পৃথক করা, নির্দিষ্ট করে লওয়ার অর্থেই বলা হয়, জোহরের নিয়্যত অর্থাৎ জোহরকেই নির্দিষ্ট করে লওয়া, আর অন্য নামাযকে নয়। ফরজের নিয়্যত করা, অর্থ ফরজকেই নির্দিষ্ট করে লওয়া, সুন্নত ও নফলকে নয়।

(২) কার্য সম্পাদনের সংকল্প করা, যথা- হজ্জের নিয়্যত করা বা হজ্ব সম্পাদনের দৃঢ় সংকল্প করা, এবং সেই অনুসারে তার প্রস্তুতি লওয়া।

(৩) কোন কার্য সম্পাদনে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সংকল্প করা, যেমন কুরবানী ও জিহাদ।

(৪) কার্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এখানে ইহা শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কার্য নির্ভর করে - অর্থাৎ কার্যের ছওয়াব বা পুরস্কার লাভ নির্ভর করে।

হিযরত ইহার অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা,। শরীয়তে এর দুটি অর্থ রয়েছেঃ (১) আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একস্থান ত্যাগ করে অন্যস্থানে গমন করা, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) ও তাঁর কতিপয় সাহাবী এই উদ্দেশ্যেই জন্মস্থান মক্কা ত্যাগ করে মদীনা গমন করেছিলেন, সে কারণেই ইহা হিযরত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

(২) শরীআতের বিধানে যা নিষিদ্ধ সে কাজ পরিত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ(ছঃ) বলেছেন, মোহাজির সেই যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে।

" নারীকে বিবাহ করার নিয়্যতে" -এতে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে; ইসলাম পূর্বযুগে আরবগণ অনারব ও দাসদিগকে হেয় মনে করত এবং তাদের প্রতি কন্যা দানে বিরত থাকত। ইসলাম সকলকে সমান করে দেওয়ায় আরবগণ এই অভিযান ত্যাগ করে এবং দাস ও অনারবদের নিকট কন্যা দান আরম্ভ করে। ইহা দেখে কোন কোন অনারব ও দাস আরব মহিলা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মদীনায় হিযরত করে। হাদীছে ইহার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। এও কথিত আছে যে, উম্মে কায়ছ নাম্নী এক সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করার জন্য এক ব্যক্তি মদীনায় হিযরত করেছিল। কিন্তু এ কথার তেমন বিশ্বস্ততা নেই।

হাদীছের উদ্দেশ্যঃ-

মুসলমানদের নিয়্যতের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে, শরীআত নিয়্যতের গুরুত্ব অত্যাধিক। নেক নিয়্যতে কাজ করে বিফল হলেও তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। আর কু বা বদ নিয়্যতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও তার জন্য শাস্তি রয়েছে নিপরাধীকে হত্যার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হলেও তার দুরভিসন্ধীর জন্য শাস্তি অবধারিত। শুধু নেক নিয়্যত বা ভাল সংকল্পেরও একটা পুরস্কার আছে। তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অক্ষম কতিপয় সাহাবীর প্রতি ইংগিত করে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বলেছিলেন, "এরা মদীনায় থেকেও তোমাদের ছওয়াবের অংশীদার।"

আল্লাহর নিকট কোন কাজের পুরস্কার পেতে হলে উহা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। অপর কারো জন্য বা কোন উদ্দেশ্যে কৃত কোন কাজের পুরস্কার আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে না। এক হাদীছে এও রয়েছে যে, এরূপ কার্যের পুরস্কার (সওয়াব) আল্লাহর কাছে আশা করলে তিনি বলবেন, "যার উদ্দেশ্যে তুমি এই কাজ করেছিলে তারই নিকট এর পুরস্কার অনুসন্ধান কর।"

মুসলমানগণ যেন নিয়্যত বা সংকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং বিদ্যার্থী. নামাজিক, ব্যবসায়িক ও সর্ব প্রকার কাজে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ বলে নিয়্যত বা সংকল্প করা একান্ত কর্তব্য। এই বিষয় লক্ষ্য করেই মুহাদ্দেছগণ তাঁদের গ্রন্থের শুরুতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমাদের আহলেহাদীছ ভাইদের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিয়্যত শুধু মনে মনে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সংকল্প গ্রহণ করা: তা কোন ভাষায় গদ বাধা বুলি নয়।

রামাযানের সওম সাধনার মূলেও যে নিয়্যত বা উদ্দেশ্য, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও পুরস্কার স্বরূপ সমস্ত অপরাধের ক্ষমা পাওয়া ও জান্নাত লাভ। ইহাই একজন সায়েমের কামনা।

রামাযানের শিক্ষা

মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
পেশ ইমাম, মাদার বখ্‌শ হল, রাঃ বিঃ

মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে রামাযান অতি মোবারক ও অতি গুরূত্বপূর্ণ মাস। এ পবিত্র মাসে আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ প্রথম নাযিল হয়। রামাযানের সিয়ামের শিক্ষা সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ'তায়ালা ইরশাদ করছেনঃ

يَا يُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ لصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن

অনুবাদঃ হে ইমানদারগণ! তোমাদের জন্য ছাওম বা রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের (নবীদের উম্মতের) উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী বা পরহেজগার হতে পার। আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ(ছাঃ) রামাযানের মাহাত্ম্য ও শিক্ষা সম্পর্কে বলেনঃ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও এহতেসাবের সঙ্গে ছাওম বা রোজা রাখে তার পূর্বের গোনাহকে আল্লাহ মাফ করে দেন। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ) এহতেসাব অর্থ মনে মনে হিসেব করে দেখতে হবে যে, যে মূল শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ ছাওম বা রোজাকে ফরজ করেছেন সেই মূল শিক্ষাটা আমি গ্রহণ করছি কি না?

আসুন তা'হলে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি রামাযান কিভাবে আমাদেরকে প্রবৃত্তির দাসত্ব মুক্ত করে খোদার দাসত্ব গ্রহণ করতে সহায়তা করে। রোজা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি গুলিকে নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষকে মুত্তাকী বানায়। এটা হচ্ছে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য একটি বাৎসরিক রিফ্রেসিং ট্রেনিং কোর্স। এর মাধ্যমে প্রতি বৎসর একই বিষয়ের উপর পূণঃ পূণঃ ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় গোটা মুসলিম জাতি। যে ট্রেনিং মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা পরহেজগারীর মত স্বর্গীয় গুন সৃষ্টি করে।

উক্ত ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণটা যে কি তা'উল্লেখ করা হল, যথাঃ আল্লাহ মানুষকে বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষার জন্য কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি প্রদান করেছেন। এ প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখতে ও মানবকুল রক্ষা করতে সহায়তা করে। প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছেঃ (১) খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি।(২)ক্রীড়া প্রবৃত্তি। (৩) আত্মত্ব প্রবৃত্তি। (৪) আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি। (৫) যৌন প্রবৃত্তি। (৬) বিশ্রাম প্রবৃত্তি। (৭) সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন প্রবৃত্তি। এসব প্রবৃত্তিগুলো মানুষের জন্মের সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মেই জন্ম লাভ করে থাকে। এ কারণেই এগুলোকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে। এ প্রবৃত্তিগুলো লাগামহীন ভাবে চরিতার্থ হতে চায়। কিন্তু তা' যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে মানুষের মধ্যে ও অন্যান্য প্রাণী বা জীবের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। তাই মানুষকে টিকে থাকার জন্য যেমন আল্লাহ দিয়েছেন সহজাত প্রবৃত্তি তেমন তা' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিয়েছেন জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনাবোধ। এ সব প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় একটা মানুষকে মুসলমান হিসাবে টিকে থাকার জন্য। এ নিয়ন্ত্রণের কাজটা সুসম্পন্ন হয় রোজার ট্রেনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। এবার লক্ষ্য করা যাক তা' কিভাবে সুসম্পন্ন হয়।

এর মধ্যে তিনটি প্রবৃত্তি হচ্ছে খুব শক্তিশালী, সে তিনটি যথাক্রমেঃ

(১) খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি (২) যৌন প্রবৃত্তি (৩) পরিশ্রমের পর বিশ্রাম প্রবৃত্তি।

এ তিনটি প্রবৃত্তি হচ্ছে সব চেয়ে শক্তিশালী ও তীব্রতর প্রবৃত্তি। এ তিনটি প্রবৃত্তিকে যদি দমন করা যায় তা'হলে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলো আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রনে এসে যায়। আর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হল সংযমী হওয়া, রোজার ক্রিয়াকলাপ শুধু মাত্র দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রোজার ক্রিয়াকলাপ রাতেও চালু থাকে। রোজা হচ্ছে মোট ৩০স২৪=৭২০ ঘন্টার একটানা রিফ্রেসিং ট্রেনিং। দিনের বেলায় নিয়ন্ত্রন করা(১) খাদ্য গ্রহণ ও (২) যৌন প্রবৃত্তিকে, আর রাতের খাদ্য গ্রহণ ও যৌন প্রবৃত্তিকে ছেড়ে দিয়ে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা। রাতে বিশ্রাম নাই কারণ রাতে তারাবিহের বাড়তি নামাজ পড়তে হয়। অপর দিকে সাহারী খাওয়ার বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়। এ সবই হচ্ছে বিশ্রামকে নিয়ন্ত্রন করা। এ নিয়ন্ত্রণের পিছনে একটাই মাত্র শক্তি কার্যকর থাকে তা'হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসগত ভয়।

রোজা মানুষকে দুই শ্রেণীতে চিহ্নিত করে

রোজা মানুষকে চিহ্নিত করে আল্লাহর গোলাম হিসেবে আর কাউকে চিহ্নিত করে এর প্রবৃত্তির গোলাম হিসেবে। এবার দেখা যাক কিভাবে তা'করে।

মানুষের প্রবৃত্তি মানুষের নিকট চরিতার্থ করার দাবী তোলে, যেমন খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তির দাবী হচ্ছে "আমাকে খেতে দাও" এ দাবীটা আসে একটা দরখাস্তের মাধ্যমে। সে দরখাস্তটা হচ্ছে ক্ষুধা লাগা। ক্ষুধা লাগার মানেই হচ্ছে খেতে চাওয়া। খেতে চায় বিবেকের কাছে। বিবেক সিদ্ধান্ত নিবে তার খেতে চাওয়ার দাবীটা মঞ্জুর করবে কিনা। যদি বিবেক তা' মঞ্জুর করে তবে খাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করে দেয়।

আর যদি বিবেক মঞ্জুর না করে তাহ'লে খাবার ঘরে যাবে না, হাত কোন খাবার জিনিষ ধরবেনা ও মুখে তুলে দেবে না এবং জিহ্বা ও দাঁতও কিছু চিবাবেনা, গলাও কিছ গলাধঃকরণ করবে না। এখন এ মঞ্জুরটাই কিভাবে হয় আর কিভাবে হয় না এটাই দেখার বিষয়। দেখুন প্রবৃত্তি যখন খেতে চায় তখন হয়তো বিবেক প্রবৃত্তির কথা মত তাকে খেতে দিতে পারে অথবা বলতে পারে যে, খেতে দেয়ার জন্য বা প্রবৃত্তির যে কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করার জন্য আমিই মূল মালিক নই, আমার উপরে আরও একজন মূল মালিক আছেন, আমি তার প্রতিনিধি মাত্র। আমি দরখাস্ত তার নিকট পেশ করে দিতে পারি তিনি মঞ্জুর করলে আমি তোমায় খেতে দিতে পারি। আর মূল মালিক যদি মঞ্জুর না করেন তবে আমার খোদ মাতব্বরীর কোন ইখতিয়ার নেই। এ মূল মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন।

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির খাওয়ার দরখাস্ত নিজেই মঞ্জুর করে, মূল মালিকের হুকুমের কোন পরোয়া করে না সে প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তিরই হুকুম মেনে চলে। এ সব লোকদেরকেই বলা হয় প্রবৃত্তির গোলাম। আর যারা প্রাবৃত্তির ইচ্ছামত চলে না, আল্লাহর ফায়সালা মোতাবিক চলে তারাই হচ্ছে আল্লাহর গোলাম, বা আল্লাহর বান্দা। রোজার দিনে ইফতারের কিছু সামান্য পূর্ব মূহুর্তে যখন আল্লাহর বান্দা খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে বসেন তখন খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি চায় যে আমাকে এখনই খেতে দাও আর বিবেক বলে "থাক এখনও মূল মালিকের হুকুম আসেনি"। সূর্য ডুবে যখন মূল মালিকের হুকুম আসে তখনই সে তার খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তিকে খেতে দেয়। এতে প্রমাণ হয় যে, সে প্রবৃত্তির গোলাম নয়, বরং সে আল্লাহর গোলাম এবং প্রবৃত্তি তার গোলাম। এ অবস্থাটা যদি সে সারা জীবন কার্যকর রাখতে পারে তা'হলে শুধু মাত্র রোযার মাসই নয়, বরং যখনই সে কিছু করতে যাবে তখনই তার বিবেক তাকে বাধা দেবে। তাকে বলবে রোজার পুরো মাস ধরে তুমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছ যে আল্লাহ বা মূল মালিকের মঞ্জুরী ছাড়া প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক কিছুই করা যাবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে পরহেজগারী এর্বং এটাকেই বলে তাকওয়ার গুণ। আর এ গুণ সৃষ্টির জন্যই সারাটি রোজার মাস ধরে সংযমী হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়।

আশাকরি এ আলোচনা থেকে রোজার মূল শিক্ষা গ্রহণ এবং তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে আমরা সক্ষম হবো। আমিন।।

কবর বিহীন মাজার

ডাঃ আয়নুল মাবুদ, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জিলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা থেকে ৬ কিঃ মিঃ উত্তরে বিশ্ব রোডের সঙ্গে লাগানো পূর্ব পার্শ্বে একটি বট গাছ। রোডে একটি ব্রীজ সেই গ্রামটি জামালপুর নামে পরিচিত।

১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় ব্রীজটির পূর্বপাশ্বে বিরাট একটি খাদের সৃষ্টি হয় এবং রাস্তার অর্ধেক অংশ ভেঙ্গে যায়, সড়ক বিভাগ দুই পাশে ওয়ার্নিং ছাড়াই স্পিড ব্রেকার তৈরী করে, এমন পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকটা বাস ও ট্রাক এক্সিডেন্ট করে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার অফিসে যাওয়ার পথে দেখি বটগাছে শালু কাপড়ের পতাকা, চার কোনায় বাঁশের খুটি সুতলি ও পতাকা দিয়ে ঘেরা, গাছের গোড়া একটু উঁচু এবং শালূ কাপড় দিয়ে ঢাকা, দেখলেই মনে হয় নতুন কবর এবং নতুন মাজার।

কবরের পার্শ্বে একজন লোক চেয়ারে বসে এবং অন্যান্যরা বাস থামিয়ে টাকা নিচ্ছে। টাকা নেয়ার জন্য আমাকে থামতে বলল, আমি বললাম ফেরার পথে।

ফেরার পথে মাজারের নিকট এসে থামতেই ওরা দৌড়ে নিকটে আসল টাকা নেয়ার জন্য। বললাম ভাই এখানে কি? বলল মফিজউদ্দীন নামে এক কামেল পীর ২ বৎসর পূর্বে মারা গেছেন তারপর এখানে বেশ কয়েকটি এক্সিডেন্ট হল, সেদিন কবুতরের সহিত ধাক্কা খেয়ে ট্রাক খাদে পড়ে গেল, এরপর আমাদের কয়েক জনকে এবং ট্রাকের ড্রাইভারকে পীর বাবা স্বপ্ন যোগে বলেছেন "আমার কবরে মাজার না করে এমন অযত্নে রাখলে এক্সিডেন্ট হতেই থাকবে।" তাই আমরা স্বপ্নাদেশ পালনের জন্য মাজার করেছি।

কাগজ বের করে পীরের নাম মোঃ মফিজ উদ্দীন, গ্রাম- জামালপুর, মাজার সৃষ্টিকারী মোঃ আবুল হোসেনের নাম লিখে নিলাম। তারপর একত্রিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললাম আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, যারা স্থানীয় তারা সত্য উত্তর দিবেন। আমি বললাম এই আবুল হোসেন বলছে মফিজউদ্দীন নামে এক কামেল পীর দুই বৎসর আগে মারা গিয়েছেন এবং এই বটগাছের নীচে মাটি দিয়েছে, এবং সেখানে মাজার করছে, যার নমুনা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি জানতে চাই সত্যই কি এখানে কবর আছে?

কয়েকজন বললেন, " এখানে কোন কবরই নাই"।

বললাম "কবর ছাড়া আবার মাজার হয় নাকি?" বললেন-না"।

জিজ্ঞাসা করলাম, " এই বটগাছের বয়স কত?" অনেকেই বললেন '৪ বৎসর।

সকলকে লক্ষ্য করে বললাম , " আপনারা বলছেন এখানে কোন কবর নাই। ধরুন, অমাবশ্যার রাতের অন্ধকারে এই আবুল হোসেন মফিজউদ্দীনের লাশ এনে কবর দিয়েছে যার ফলে আপনারা দেখেন নাই। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে

বটগাছের বয়স ছিল দুই বৎসর, কাজেই বটগাছের নীচে কবর দিয়াছে আপনারা দেখেন নাই, সেটাও মিথ্যা, যেহেতু এই মাজার মিথ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাই এটা করতে দেয়া ঠিক নয়।

বললাম যেখানে ভাল লোকের কবর আছে সেখানে জিয়ারত করতে লোক যায় সেখানেও লোক ব্যবসা করছে যে, ব্যবসাকে আপনাদের বড় আলেম, সাইদীও বিদয়াত শির্ক ইত্যাদি বলেন। আর যেখানে কোন কবরই নেই সেটাতো মিথ্যাকে কেন্দ্র করে কাজেই সেখানে যত রকমে খারাপ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা। এই তো কিছুদিন পূর্বে পাবনায় আঃ ছাত্তার চিশতীর কত কুকীর্তিই না প্রকাশ হল। আপনারা স্থানীয় লোক অবশ্যই জানেন এখানে কোন কবর নাই, তা সত্বেও মাজার করতে দিয়েছেন, এখানেও শুরু হবে পাবনার সব ঘটনা, এবং দেশের অন্যান্য মাজারের মত পাপ কার্য। আর এর জন্য দায়ী হতে হবে আপনাদেরকে। আপনারা কি দায়ী হতে চান না মাজার ভেঙ্গে দিতে চান?

আবুল হোসেন বলছে, আমি কয়েকদিন না খাওয়া অবস্থায় সমস্ত দিন মাছ ধরার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু মাছ না পেয়ে শেষে একশত টাকার একটা নোট পেলাম। সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখি পীর বাবা মাজার করতে বলছেন। আমি মহাস্থান গিয়ে জিয়ারত করে এবং এখানে মাজার করার উদ্যোগ লই। আর এখন আমরা মাজারের ফল পেতে শুরু করেছি-অর্থাৎ আর এক্সিডেন্ট হচ্ছে না।

আমি বললাম, এক্সিডেন্ট না হওয়ার কারণ মাজার নয়, যে কয়টা এক্সিডেন্ট হয়েছে শুধু রাত্রে এর কারণে রাত্রে রোড ঝামেলা বিহীন থাকায় গাড়ীর স্পীড বেশী থাকে এবং বেখেয়াল অবস্থায় রং ছাড়া স্পীড ব্রেকার হটাৎ চোখে পড়ায় অতি তাড়াতাড়ি ব্রেক কষতে গিয়ে সামনে ভাঙ্গা রোডের খাদে পড়ে যায়। এখন যেহেতু স্পীড ব্রেকারে রং করা হয়েছে তাই এমনটি আর ঘটে না। তদুপরি মাজারে এক্সিডেন্ট না হওয়ার কারণ হচ্ছে টাকা লওয়ার জন্য গাড়ী থামতে বলায় না থামলেও স্লো করা হয়, কাজেই মাজারে এক্সিডেন্ট হয় না। যাক শেষে বললাম মিথ্যাকে কেন্দ্র করে মাজার করছে টাকা আদায় করছে যেটা ইসলাম বিরোধী, আইন বিরোধী। আর আইন বিরোধী কাজ করলে তার আইনগত ব্যবস্থা লওয়া যায় সেটা তো জান। সোমবার এসে যদি মাজার দেখি তবে আইনগত ব্যবস্থা নেব ইনশা আল্লাহ। নাম ঠিকানা সব লিখে পকেটে রাখলাম, বুঝতে পেরেছি তুমি গরীব তাই ব্যবসা করতে চেয়েছিলে। মাজার ভেঙ্গে আমার অফিসে আস কিছু টাকা কালেকশন করে দিব ব্যবসা করে খাবে। তখন বলছে কাগজটা আমায় দেন মাজার আমি ভাঙ্গব। আমি বললাম সোমবারে দেখবো সেটা।

সর্বশেষে সোমবারে যেয়ে স্থানীয় লোকদেরকে লয়ে সবার চেষ্টায় বেশ পরিশ্রমের পর মাজারটি ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সৎ উদ্দ্যেশ্যে সাহসের সহিত যে কোন পদক্ষেপ নিলে আল্লাহ পাক তা সফল করেন। আর এই সৎ সাহসের জন্য প্রয়োজন সংগঠন, আর সৎ উদ্দ্যেশ্যের জন্য প্রয়োজন আহলেহাদীছ যুবসংঘ আন্দোলন। অতএব আসুন সমাজের কিছু সৎ কাজের জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের মাধ্যমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

জাতির নৈতিক অবক্ষয় রোধে যুব সমাজ

মুহাম্মদ আব্দুল হাই, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

মহান আল্লাহ পাকের অমোঘ নিয়মানুযায়ী প্রতি নিয়তই মানুষ এই পৃথিবীতে আসছে এবং যাচ্ছে। মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ন অসহায় থাকে, মানুষের এই পৃথিবীর জীবনকে মোটামুটি তিনটি স্তরে নির্ণয় করা যায়- শৈশব-কৈশর, যৌবন, ও বার্ধক্য। শৈশব-কৈশর অবস্থায় তেমন কোন সুষ্ঠ চিন্তার বিকাশ ঘটে না, পক্ষান্তরে বাধর্ক্য অবস্থায় আবার চিন্তার বিলোপ ঘটে। কিন্তু যৌবনকাল এ দুটিরই ব্যাতিক্রম, যৌবন কালেই মানুষ অসাধ্য সাধনে লিপ্ত হতে পারে, যৌবনের তর-তাজা রক্ত ও বাহুর শক্তি বলে শত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে বীর বিক্রমে সামনে অগ্রসর হয়। এই বয়সেই মানুষ সাধারণত: অধিক সুস্থ থাকে। আর এই সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর পথে কুরবানী করার উপযুক্ত সময়। রাসুল (ছঃ) বলেন "দু'প্রকারের নিয়ামতের হক আদায় না করার জন্য অধিকাংশ মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ ও ঋণী। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হ'ল সুস্থতা ও অপরটি অবসর।" এই অবসর ও সুস্থতা চিরস্থায়ী নয়, যেমন দেখুন এই রাত্রীর কালো অন্ধকার সূর্যের আগমনে কিভাবে বিদুরিত হচ্ছে।

লক্ষ্য করেছেন কি? কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর ফুলের পাঁপড়ী আস্তে-আস্তে শুকিয়ে কিভাবে ভূলুন্ঠিত হচ্ছে, এবং তার সৌরভও হারিয়েে ফেলছে।

খেয়াল করুন! ঐ যে সূর্য অস্তমিত যাওয়ার সময় তার প্রখরতা ও তীব্রতা কিভাবে নিস্প্রভ হচ্ছে। দেখেছেন কি? মাসের শেষের চঁন্দ্র কিভাবে তার পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলো হারিয়েছে? আমাদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ; শৈশব-কৈশর, যৌবন, পৌঢ় ও পূর্ণ বার্ধক্য এবং মৃত্যু অতঃপর পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশ.

এই যুব জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসুল(ছঃ)বলেন-" তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বেই তুমি তোমার যুবজীবনের মূল্যায়ন কর"। হাদীছের ভাষ্য নিম্নরূপঃ

اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك و فراغك قبل سغلك،

و شبابك قبل هرمك، و غناك قبل فقرك

অতএব আমাদের বার্ধক্য আসার পূর্বেই যুবজীবনের মূল্যায়নে ব্রতী হওয়া অতি আবশ্যক, আত্মার পরিশুদ্ধি, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাই হল জীবনের সার্বিক পরিপূর্ণতা। এ সকল গুণাবলীতে পরিপূর্ণ একজন যুবক আল্লাহ প্রদত্ত আমানত রক্ষায় ও তার জীবনের জবাবদিহীর সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হতে পারে। কখনও কোন দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, যে কোন প্রকার ফিৎনা ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে না, কোন নৈরাশ্যই তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম নয়, এমন কি কোন কন্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথও তাঁর পা ফসকাতে পারে না, এরূপ যুবকই পূর্ণ মুমিন-মুজাহিদ হিসাবে টিকে থাকতে সক্ষম।এই বিশেষণে বিশেষিত যুবকদের কথাই রাসূল(ছঃ) বলেন-

কিয়ামতের ময়দানে বিভীষিকাময় মূহুর্তে একমাত্র এই গুণবিশিষ্ট যুবকগণই আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আসন লাভ করবে।

হে যুবসমাজ চিন্তা করেছেন কি? ইসলাম কোনকালেই নিজের গতিতে মানুষের মাঝে আসেনি, পৃথিবীতে ইসলামী রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং তার আদর্শও বিশ্বে প্রসারিত হয়নি একদল রাসুলের (ছাঃ) আদর্শে সমুজ্জল মর্দে-মুজাহিদ মুমিন যুব সমাজের কর্মতৎপরতা ব্যতীত।

আজকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা মহান আল্লাহর নিকট থেকে হরণ করে গুটি কয়েক তথাকথিত সমাজপতিরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ফলে নির্যাতন, নিপীড়ন, অনাচার-অবিচার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বেহায়াপনা-নগ্নতা ও খোদাদ্রোহীতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে সমাজে। অপর দিকে ঘৃণ্য মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের ছড়াছড়ি সর্বত্র, যাতে করে মনুষ মহান স্রষ্টার দরবারে নামাজে দাঁড়িয়েও পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একাকার হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

আবার ধনী-গরীব, ছোট-বড়, মালিক-শ্রমিক, সৈয়দ-শেখ আর মিয়া-মণ্ডলের রেশা-রেশী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

এই নির্যাতিত নিপীড়িত মযলুম জনতা চাতক পাখির ন্যায় অধীর আগ্রহে বসে বসে প্রহর গুনছে; কে তাদের শান্তির পথ দেখাবে? কে পরিচালিত করবে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ(ছঃ) এর পথে? এই আর্তনাদে হয়ত অনেক যুবকের চোখই হয়ে উঠবে অশ্রুসিক্ত। কিন্তু মনে রাখা উচিৎ, এই আর্তনাদ শুধু অশ্রু দিয়ে দুর করা যাবে না, এই আর্তনাদ দুর করতে প্রয়োজন জান-মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে সংগ্রামের।

হে যুবক! প্রতিফোটা রক্তের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। আসুন! তা ব্যয় করি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে। এবং আল্লাহর দরবারে যৌবনের হিসাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। রাসুল(ছঃ) বলেন

سبعة يظلهم الله فيظله يوم لا ظل الا ظلاه عدد منها شاب نشأ فى عبا ذة الله

"যৌবন কোন পথে ব্যয় করা হয়েছে এর সঠিক উত্তর প্রদান না করা পর্যন্ত মহাপ্রলয়ের দিন এক কদমও চলা সম্ভব নয়"।

এই ঘুণেধরা সমাজের অজ্ঞতা, দ্বীনতা, হীনতা, জরাজীর্ণতা, খুন-খারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত নির্লজ্জতা দুর করে সু-শিক্ষিত, আদর্শ ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের কাজ একমাত্র তাওহীদি আকীদায় বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ, ঈমান ও আমলে সামঞ্জস্যশীল এবং জাহেলিয়াতের সাথে আপোষহীন যুবসমাজের দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

মুসলিম মিল্লাতের একাংশের শির্কী আকীদা

মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ
প্রভাষক, ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ
স্বরূপ কাঠি, পিরোজপুর।

ইসলাম তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বহু ঈশ্বরবাদ ও দেব-দেবীর পূজা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করেছে। হিন্দু পূজারীরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নানা দেব-দেবীকে ঈশ্বরের অংশ মনে করে বলেই তারা মুশরিক। খৃষ্টানগণ খোদাকে স্বীকার করলেও মসীহ্‌কে তার পুত্র বিশ্বাস করে, এ জন্য তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে পবিত্র বলেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন, "কুল হু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ"।

হিন্দু ব্রাহ্মনগণ নিজদিগকে ব্রহ্মার অংশ বলে থাকে। কৃষ্ণের বানীঃ "আমি যাবতীয় সৃষ্ট জগতের মূল সত্ত্বা।"অগ্নি উপাসক মাজুসীগণ মনে করে অগ্নি ব্রহ্মার জ্যৈষ্ঠ পুত্র।

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক আল্লাহর একত্ববাদ ক্ষুন্ন হয়েছে। একইভাবে ভারতীয় হিন্দু, ইরানী অগ্নি উপাসক, ও বিভিন্ন দেশের খৃষ্টানগণ ইসলাম গ্রহণ করতঃ মুসলিম নাম গ্রহণ পূর্বক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মুসলিম জাতির তাওহিদী আকীদার মধ্যে শির্কী মতবাদ অনুপ্রবেশ করাতে থাকে এবং তারা কৃষ্ণ ও ঈসা মসীহর গন্ধ ইসলামে আবিস্কার করতে থাকে। তাদেরই ইদ্ধনে একদা প্রচার হলোঃ আল্লাহর নূরে নবী পয়দা, আর নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা। এরা সুকৌশলে নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) এর নামে মিথ্যা জাল হাদীছ রচনা করতে থাকে এরূপ ভাষায়ঃ-

১) আমি আল্লাহর নূর হতে আর মুমিনগণ আমার অংশ।"

২) সর্ব প্রথম আল্লাহ আমার নূরকে পয়দা করেছেন। এবং আমার নূর হতে জগত সৃষ্টি করেছেন।"

এগুলো হিন্দুদের "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম"ধ্বনির মতই। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই, কেবল মাত্র ভাষার হের ফের।

পরবর্তী কালে আহ্‌লে সুন্নাত জামায়াতের দাবীদার কিছু সংখক আলেম ও বেশরাহ্ লোক উপরোল্লিখিত ভ্রান্ত মতবাদ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে সওয়াবের নামে শরীয়তের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সরলমনা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। জাল হাদীছ গুলো একত্রিত করে তারা মিলাদুন্নবীর আসরে প্রচার করতে থাকে এবং মিলাদের বই পুস্তক রচনা করে স্থায়ী রূপ দেয়।

মিলাদের বই পুস্তকে ' আল্লাহর নূর হতে নবীর নূর সৃজন নামে প্রচলিত হাদীছ এবং '১ জিব্রাঈল ও আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেই নবীর নূরকে পয়দা করা হয়' বলে যে কাহিনী চালু রয়েছে ও 'হাকিকতে মুহাম্মদ' অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছাঃ) হতে লওহ কলম, আরশ, কুরসী, ফেরেশতা ও যাবতীয় সৃষ্টি জগত সৃজিত হয়েছে, ফলে যে সকল কাহিনী রচিত ও প্রচলিত আছে তার সব গুলোই মুহাদ্দেসীনে কেরামদের নিকট জাল হাদীছ বলে প্রমানিত হয়েছে।

এ গুলো গ্রীক দর্শন ও হিন্দুদের নবগ্রহ এবং ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপ কল্পনা করা হতেই আমদানি করা হয়েছে।

আহলে সুন্নাত জামাতের একাংশের এখন আকীদা হচ্ছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) মাটি হতে সৃষ্টি নয়, নূর হতে সৃষ্টি। তাই তাঁকে বলা হয় নূর নবী। অথচ এ আকীদা পোষণ করা শির্ক এবং কুরআন ও সহীহ্ হাদীছের পরিপন্থী।

'হাকীকতে মুহাম্মদ' বিশ্বাস করলে আসমান জমীন, লওহ-কলম, ফেরেশতা সবই আল্লাহর অংশ হয়ে যায়। এটা বুঝার মত মেধা ও চিন্তা তাদের নেই। হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনে মিলে একেশ্বর অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মার অংশ বিশেষ। অতএব, সমস্তই দেবতাই ঈশ্বরের অংশ; রাম ভগবান, বিষ্ণু ভগবান, কৃষ্ণ ভগবান, নারায়ণ ভগবান।

বিভিন্ন অংশীবাদী নও মুসলিমরা মুহাম্মদ (ছাঃ) কে সংযুক্ত করে তাওহীদবাদ ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। আমরা সেই চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে মিলাদ অনুষ্ঠানের নামে মুহাম্মদ (ছাঃ) কে অতি মানব তথা দেবতার আসনে পৌঁছে দিয়ে আল্লাহর অংশী সাব্যস্ত করে নিয়েছি।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) যা বলেছেন, তা ছহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে নিম্ন ভাষায়ঃ-

হাদীছঃ "আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন"। (মিশকাত, তিরমিযি)

হাদীছঃ " তোমরা আমাকে এভাবে বাড়িয়ে দিও না, যে ভাবে নাসারাগণ ঈসাকে বাড়িয়েছে।"

হাদীছঃ " আল্লাহ ফেরেশতা গণকে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন আর জ্বীনকে আগুন হতে এবং আমি আদম হতে আর আদম মাটি হতে সৃষ্টি।"

এখানে ফেরেশতা নূর হতে সৃষ্টি অর্থ আল্লাহর নূর হতে নয়। তাহলে ফেরেশতাও আল্লাহর অংশ বিশেষ হয়ে পড়ে। তেমনি' নূর নবী' বলা হলেও নবী (ছাঃ) কে আল্লাহর অংশ বিশেষ মনে করা হবে আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মহা নবী (ছাঃ) কে শিক্ষা দেন যে, "(হে রাসূল) তুমি বলো, আমি মানুষ ছাড়া কিছু নই, পার্থক্য এইযে আমার নিকট অহী আসে আর তোমাদের নিকট তা আসেনা।"

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দাবীদার একাংশ মিলাদ অনুষ্ঠানে মহানবী (ছাঃ) কে হাজের নাজের জেনে কিয়াম করেন, যা তাওহিদী আকীদার পরিপন্থী। হুযুর (ছাঃ) বা তাঁর আত্মা মিলাদ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে থাকেন, এটা বিশ্বাস করলে, বিশ্বাস করতে হয় যে, তিনি আলেমুল গায়েব। তা না হলে তিনি কিভাবে জানবেন যে, কোথায়, কখন, এবং কি উদ্দেশ্যে মিলাদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আর এভাবে তাঁকে 'আলেমুল গায়েব' বিশ্বাস করা হলে তা হবে শির্ক ও কুফর। কেননা আল্লাহর বাণী হচ্ছেঃ-" (তুমি বলো) আল্লাহ ব্যতীত জমীন ও আসমানের বাসিন্দাদের কেউই গায়েবের খবর জানেনা।" (সুরা নম্‌ল-৬৫)

সুতরাং দেখ যাচ্ছে যে, মিলাদের সুবাদে মুসলিম মিল্লাতের একাংশের মাঝে শির্কী আকীদা অনুপ্রবেশ করেছে। যা থেকে আহ্‌লুল হাদীছগণ সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত, পূতঃ ও পবিত্র।

প্রগতি কি বিজাতীয় মতবাদ?

মোঃ আতাউর রহমান
ঘোড়াঘাট শাখা, দিনাজপুর

মহান আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আদি মাতা-পিতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এর জীবন থেকে শুরু আজ পর্যন্ত মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে এবং কিয়ামত তক চলতে থাকবে।

প্রাচীন যুগের মানুষেরা ছিল অসহায়, খাদ্য বস্ত্র, শিক্ষা, গৃহ কোনটিরই সুব্যবস্থা ছিলনা। এমন কি আগুন পর্যন্ত জ্বালাতে পারতনা সে যুগের মানুষ! কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল বিরাজিত থাকল না। ধীরে ধীরে মানুষ সভ্যতার চাকা ঘুরাতে শুরু করল। নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আবিষ্কার হতে লাগল। ক্রমেই মানুষের দুরাবস্থা কেটে গেল, আর মানুষ হয়ে উঠল আরাম প্রিয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে শুরু করে শিক্ষা দীক্ষার ছাপ পড়েছে আধুনিকতার। অসাধ্য কাজগুলোও আজ বোতাম টিপার মাধ্যমে সংঘঠিত হচ্ছে।

আধুনিক যুগের মানুষ হলেও তারা ধর্ম কর্ম, সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারছেনা সব কিছুই যেন নকল মনে হচ্ছে। ফলে তারা হয়ে উঠছে অসহায়, বর্বর। প্রতিনিয়ত ঘটছে রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির মতো ন্যাক্কার জনক ঘটনা। সমগ্র পৃথিবীতে চলছে অস্ত্র, গোলা-বারুদের ঝনঝনানি। রক্তের বন্যা বয়ে চলছে প্রতিটি অলিগলিতে, বিষাক্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ। বর্তমান কালের বর্বরতা জাহেলী যুগের বর্বরতাকেও ম্লান করে দিয়েছে। মানুষ এখন এই বর্বরতা থেকে মুক্ত হতে চায়।

এমন একটি বিপ্লবের দিকে চেয়ে আছে যে বিপ্লব তাদের এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এই দূরাবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা বিভিন্ন মুক্তির পথ উপস্থাপন করছে। এক ভাগ তাওহীদ পন্থী এবং অপর ভাগ হচ্ছে প্রগতিবাদী।

এই দুই ভাগের মধ্যে প্রগতিবাদীদের সংখ্যা বেশী। সংখ্যাগুরু প্রগতিবাদীরা আমাদের সমাজে চিত্ত বিনোদনের নামে ও সংস্কৃতির নামে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ধরণের আচার অনুষ্ঠান। এদের এক ভাগ নারী আন্দোলনের নামে মাঠে নেমেছে। চিত্তবিনোদনের নামে আমাদের সমাজে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত বা প্রচলিত আছে সেগুলো হচ্ছে-(১) সিনেমা (২) ভি,সি,আর (৩) রেডিও (৪) টেলিভিশন (৫) নাইট ক্লাব (৬) মধু কুঞ্জ এবং খেলা ধুলার ক্ষেত্রে জুয়া, তাস, পাশা ইত্যাদি।

রেডিওতে যা প্রচারিত হচ্ছে তা এবং সিনেমা ও টেলিভিশনে যে সব অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে তার সব গুলিই বিজাতীয় চিন্তাধারা. নগ্নতা ও যৌনতায় পূর্ণ। আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার এক সাফল্যজনক কৌশল।

ভি,সি,আর(V.C.R.) বর্তমান শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর একটি আবিষ্কারের নাম V.C.R. । এখানে দেখানো হয় ভারত, চীন, ও আমেরিকা হতে আমদানীকৃত ছবি; নাম ব্লু ফ্লিম।

প্রশ্ন জাগতে পারে ব্লু ফ্লিম কি?

বীভৎস যৌনতা, কদর্য্য নগ্নতা ও অশ্লীলতাই হচ্ছে ব্লু ফ্লিম।

এর ফলে কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে যুব সমাজ হয়ে পড়েছে উচ্ছৃঙ্খল। এই সব কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখার ফলে তাদের মধ্যে যৌন শিহরণ জাগ্রত হচ্ছে ফলে তারা অপহরণ ও ধর্ষণের মত অপরাধমূলক কাজ করতেও দ্বিধা করছেনা। এই সব অনুষ্ঠান যে ইসলাম বিরোধী তা ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বুঝে নিয়েছে।

চিত্ত বিনোদন সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা-" জেনে রাখো; প্রকৃত আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই কেবল মানুষের চিত্ত বিনোদন হয়। অন্তর প্রশান্ত থাকে।" (আর রাদ-২৮)

এবার দেখা যাক সংস্কৃতির নামে আমাদের মাঝে কোন কোন অনুষ্ঠান প্রচলিত হচ্ছে। এর আগে জানতে হবে সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতির অর্থ অনুশীলন বা সংশোধন। ইংরাজী, "CULTURE' এবং আরবীতে 'তামাদ্দুন" শব্দের প্রতি শব্দ সংস্কৃতি। সংস্কৃতি শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক মনীষী সংস্কতির সংজ্ঞা অনেক ভাবে বর্ণনা করেছেন।

Mr. Maciver বলেন, Culture is What we are " অর্থাৎ আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি। মিঃ আর্ণল্ডের মতে "Culture is the sweetest cultivation of human mind." সাধারণভাবে বলা যায় যে সংস্কৃতি হচ্ছে ভদ্রতা। প্রগতিবাদীদের ছাচে গড়ানো সংস্কৃতির নামে আমাদের মাঝে যে সব অনুষ্ঠান চালু আছে সেগুলো হচ্ছে (১) নবীন বরণ (২) র‍্যাগডে (৩) বিচিত্রা অনুষ্ঠান (৪) এপ্রিলফুল (৫) বর্ষ বিদায় ইত্যাদি।

নবীন বরণঃ প্রাচীন কাল থেকে এই উপমহাদেশে বসবাস করছে হিন্দু, বৌদ্ধ, জনসাধারণ। তারা জড় উপাসক তাদের মাঝে আবহমান কাল ধরে এই অনুষ্ঠান চলে আসছে যা প্রতি বাংলা নববর্ষের সময় ব্যাপক হারে পালিত হতে দেখা যায়।

র‍্যাগডেঃ (টথ ঢটহ) বর্তমান প্রতিটি কলেজ ভার্সিটিতে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী হয় এবং কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে যায় তাদের বিদায় অনুষ্ঠানে পালিত হয় র‍্যাগডে। এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গুলো নিম্নরূপ।

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের এক সঙ্গে গোসল (২) গণ-হাসি (৩) গণ কান্না (৪) গান বাজনার আসরে (৫) রং ছিটিয়ে একে অন্যকে রঞ্জিত করা ইত্যাদি।

এই সব অনুষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ রূপে ইসলাম বিরোধী, যা কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না। এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রমানিত হল যে, প্রগতির নামে যে সব অনুষ্ঠান আমাদের প্রচারিত হচ্ছে এবং যা হতে চাচ্ছে সবই বিজাতীয় মতবাদ। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের চেলারা আমদানী করে আনছে এই বিজাতীয় মতবাদগুলো। তারা আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম কে মুছে ফেলার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমরা মুসলিম, আমাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার। আর এগুলো সম্পূর্ণ শিরক বিহীন। হে মুমিনগণ আর কত চোখ বুজে এগুলো সহ্য করবে। ছুটে এসো এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি। এই সমস্ত বিজাতীয় মতবাদের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

পবিত্র রামাযান ও আমরা

মোঃ আব্দুর রব, মেহেরপুর

"তোমাদের উপর ছাওম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।" পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রোযা কেবলমাত্র আমাদের উপর অর্থাৎ রাসুল (ছাঃ) এর উম্মতগণের উপরই ফরজ করা হয়নি বরং নবী করিম (ছাঃ) এর পূর্বে যে সমস্ত নবী (আঃ) গণ এসছিলেন তাঁদের উম্মতগণের উপরও রোযা ফরজ ছিল। তবে সাহ্‌রী ইফতারী অন্যান্য ব্যাপারে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। আমরা যেভাবে পূর্ণ একমাস নির্ধারিত সময়ে সাহ্‌রী, ছালাত, ইফতার ও রোযা ভঙ্গের নিয়ম কানুন মেনে থাকি তাতে কিছুটা পার্থক্য ছিল। কিন্তু সকলেই রামাযানের মাসকে পবিত্র ও হারাম মাস বলে জানতো। এমনকি আইয়্যামে জাহেলিয়াত যুগের লোকজনও রামাযান মাস সহ চারটি মাসকে হারাম বা পবিত্র মনে করত এবং এই মাস গুলিতে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দুরে থাকত। কিন্তু যাদের উপর রামাযান মাস বিশেষ রহমত হিসাবে আগমন করেছে তারাই আজ রামাযান সম্পর্কে গাফেল।পূর্ববর্তী উম্মতগণের হায়াত ছিল অনেক বেশী। তাই সাহাবাগণ (রঃ) নবী (ছাঃ) এর নিকট অভিযোগ করলেন- "হে আল্লাহর রসুল(ছাঃ) পূর্ববর্তী নবী (আঃ) দের উম্মতগণের হায়াত বেশী হওয়ার কারণে তারা বেশী বেশী ইবাদত করার সুযোগ পেত এবং অনেক বেশী নেকী হাছিল করত। কিন্তু আমাদের হায়াত অনেক কম,। তাহলে কি আমরা অধিক নেকী অর্জন থেকে বঞ্চিত হব না? তখন নবী (ছাঃ) বললেন, রামাযান মাসে তোমাদের জন্য এমন একটি বরকতময় রাত আল্লাহ রব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন, যে রাতের ইবাদত, এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষাও অনেক বেশী। পবিত্র কুরআনের সুরা কদরের মধ্যে এ সম্পর্কিত আয়াতটি বর্নিত হয়েছে। তাহলে এটা কি আমাদের জন্য বোনাস সুযোগ নয়?

আমরা এসব সুযোগের তোয়াক্কা করিনা পবিত্র রামাযান মাসে ও অন্যান্য মাসের মত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঝগড়া কলহ, হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার চরম উন্নতির স্তরে এসে পৌছেছে। এই সভ্য সমাজকেও যদি আমরা জাহেলি যুগের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব, সভ্য যুগের জাহেলিয়াত, জাহেলি যুগের জাহেলিয়াতকে হার মানাবে। রামাযান মাসে সুদ-ঘুষ, হাটে-বাজারে নারী পুরুষের অবাধ বিচরণ বন্ধ থাকে না, নারীর পর্দার কোন বালাই নেই। রোযার বাজার করতে যায় বেপর্দা নারী। সংযমের মাসে মুখরোচক খাবার তৈরীতে ব্যস্ত থাকে। পত্রিকার পাতা খুললে হত্যা যজ্ঞের খবর অতি সাধারণ। টেলিভিশনে মহিলা সংবাদ পাঠিকাদের নামে মাত্র প্রতীক পর্দা'র প্রচলন হয় এবং রামাযান শেষে আগের মতই বেপর্দা।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কথা না বলে পারছিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে আসি তখন ছিল রামাযান মাস। ১৯৮৯ সাল আমার ফরম জমা দেয়ার কাজ যেই মাত্র

শেষ হয়েছে অমনি শুরু হলো গন্ডোগোল, হৈ, চৈ। চারিদিকে দৌড়ে পালানোর দৃশ্য। আমার মত অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পদার্পনের পরপরই সন্ত্রাসের এই দৃশ্য অবলোকন করল। অগত্যা দৌড়ে পালিয়ে কমার্স বিল্ডিংয়ের তিন তলায় উঠে গেলাম এবং সন্ত্রাসী দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পবিত্র রমজানের দিনে ছেলে-মেয়েদের পালিয়ে বাঁচার সে কি দৃশ্য! ভয়ে অনেকের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলাম একজন ছাত্র নিহত হয়েছে। ছাত্রটি ছিল গনিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শফিকুল ইসলাম। ওখান থেকে হলে ফিরে তাড়াতাড়ি ব্যাগ গুছিয়ে দে ছুট।

তবুও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলাম। আমিও সেই গনিত বিভাগে চান্স পেলাম, তখন মনে হলো গনিতের শফি নিহত হওয়ার কারণে যে শুন্যতা হয়েছে তা বুঝি আমাকে দিয়ে পূরণ হলো। যখন রামাযান মাস আসে তখন মনে পড়ে সেই দিনের কথা। আর ভাবি আমিও কি শফিকের মত সন্ত্রাসের কবলে পড়ে যাব নাকি? তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে টেইনশনে ছিলাম। তবে আশার কথা এই যে আমি প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কোনটার সাথেই জড়িত নই এবং এই ঘৃন্য রাজনীতিতে বিশ্বাসীও নই।

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটি বছর পেরিয়ে গেল। প্রতিটি রমজানেই ছোটখাট কোন না কোন অঘটন ঘেটে থাকে। এই গত বছর ১৯৯৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পবিত্র রামাযান মাসেই দু'জন ছাত্র নিহত হলো, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় চার মাস বন্ধ ছিল। আবারও সামনে রামাযান মাস আসছে। না জানি কি ঘটে?

দেশের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে ধরণের আচরণ, একজন ছাত্র হয়ে অন্য একজন ছাত্রকে নৃসংশভাবে হত্যা, জাতির জন্য এর চাইতে দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? যেখানে রমজানের পবিত্রতা বোধ টুকুও তাদের মধ্যে নেই।

এদিকে দেশে চলছে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচন কমিশন রামাযান মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে নির্বাচন মানেই প্রতারণা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আর অসৎকে সৎ বানানোর নানা বানোয়াট গল্প। হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করতে পারল না তার জন্য আহার্য্য ও পানীয় ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন লাভ নেই।" আর সেই মিথ্যা প্রচারণা চলবে রামাযান মাসে।

আল্লাহ আমাদের এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে পবিত্র রমজানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা যথাযথ পালন করার তৌফিক দিন। -আমীন।

সাওম ব্রত ও আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

মুহাম্মদ শামছুল আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম যে পাচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত 'রামাযান মাসের সাওম ব্রত' তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান স্তম্ভ বা ভিত্তি। সাওম অর্থ বিরত থাকা। সাওম সাধনা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য । মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাপবিত্র আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন" হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের জন্য 'সিয়াম' ফরজ করা হলো এবং এই আয়াতের শেষে বিঘোষিত হলো, যেন তোমরা মুত্তাকী, মঙ্গলকামী, সংযমী, সফলকাম হতে পার।" (সুরা বাকারাহ-)

সিয়াম পালন মুসলমানের জন্য আবশ্যিক এবং এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কথা হল, এই সিয়াম পালনে মানুষের মধ্যে যদি কল্যাণই নিহিত থাকে তাহলে সিয়াম সাধনা বা রোযা রাখতে নানা অজুহাত কেন? আর অজুহাতগুলোর মধ্যে আমরা সচরাচর বলে থাকি রোযা রাখলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও বটে। রোযা গ্যাষ্টিক রোগসহ স্বাস্থ্য জনিত কারণে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে।

এই রোযা কেবল ইসলাম ধর্মে নয়- পৃথিবীতে অতীতে যত ধর্ম ছিল বা বর্তমানে রয়েছে, সেই ধর্মীয় সমাজে রোযা বা উপবাস রীতি প্রচলিত ছিল কি না? আমরা দেখতে পাই রোমান, ব্যবিলনীয়, ও আসিরীয়দের মধ্যে রোযা রাখার প্রথা বিদ্যমান ছিল। হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী ,জৈন, কনফুসিয়াস সব ধর্মেই রোযা বা উপবাস রীতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। যারা আল্লাহর অস্তিত্বেই আস্থা রাখেনা তাদের কথা স্বতন্ত্র।

তাহলে দেখ যাচ্ছে রোযা বা উপবাস ধর্মে আস্থাশীল সভ্য সর্বজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি সার্বজনীন প্রথা হিসাবে বিদ্যমান এবং একথা স্বীকার্য যে রোযা বা উপবাস রীতি তার আবশ্যকতা অন্যান্য সকল ধর্মেও বাস্তবে স্বীকৃত এবং পালিত। তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে ইহার নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন। ইসলামে রোযা পদ্ধতি আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পালন করা হয় আর অন্যান্য ধর্মে তা তাদের ব্যক্তি মতবাদ অনুযায়ী অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী নিয়মে রোযা বা উপবাস পালন করে থাকে।

যাহোক, যখন অন্যান্য ধর্মেও এই রোযা বা উপবাস প্রথার আবশ্যকতা স্বীকৃত তখন সভ্যতার যুগে আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান রোযার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কতটুকু যৌক্তিকতা পেশ করেছে তা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা মনে করি রোযা থাকলে দেহের রোগ বৃদ্ধি, কষ্ট, শরীর-পীড়ন, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বেড়ে যায়। যার কারণে অনেকে ডাক্তারের পরামর্শে ও নিজেদের মনোবল হীনতায় রোযা রাখতে চায় না কিংবা কয়েকদিন পর সামান্য কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে। তবে কঠিন রোগের কথা ব্যতিক্রম। সে সময় রোযা রাখার ব্যাপারে শরীয়তে ছাড় দেয়া হয়েছে যেমনঃ মুসাফির ও পীড়িত ব্যাক্তিদের উপর রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। এ সম্পকে আল্লাহতা'লা বলেনঃ

তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে কিংবা ভ্রমনে থাকলে অন্য সময় গণনা করে (কাযার রোযাগুলো) পূরণ করে দিবে।

(সুরা বাকারাঃ১৮৪) অনুরূপ গর্ভবতী, স্তন্যদায়িনী মাতা, অতি বার্ধক্য জনিত রোগ, মহিলাদের বিশেষ অবুবিধার (হায়েজ নেফাসের) সময় রোযা ভাঙ্গতে হয় এবং পরে এ রোযার কাযা করতে হয়।

ফলকথা, সিয়াম সাধনা মানব দেহের অতি কষ্টসাধ্য, পীড়ন বা শ্রম সাপেক্ষ নয়। এই সাধনায় একদিকে যেমন

একজন ধনী, বিলাসী, অতিভোজী ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যারা দু-তিন বেলা কিংবা কখনও কয়েকদিন না খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের সে কষ্ট দুঃখের অনুভব হয় আর সে অনুভবের মুলে থাকে। মানবজাতির ঐ শ্রনীর জন্য কল্যাণের হস্তদ্বয় সম্প্রসারণ করার পরম শিক্ষা। রোযার হুকুম আহকাম পালনে নিজেকে কেবল কষ্ট, শ্রমসাধ্য বেদনাদায়ক ও দুঃসহ ক্লেশে ফেলা হয় না বরং দেহে যে সামান্য কষ্ট অনুভুত হয় পারিণামে তা ফলপ্রসুই হয়ে উঠে। বর্তমান অধূনা উন্নত বিজ্ঞান এ সত্যকে স্বীকার করেছেন এবং তার এ যুক্তি প্রমান উদ্ধৃত করা হলোঃ

"১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাঃ গোলাম মোআয্যাম সাহেব কর্তৃক মানব শরীরের উপর রোযার প্রভাব সম্পর্কে যে গবেষণা চালানো হয় তাতে প্রমাণিত হয় যে রোযার দ্বারা মনব শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, কেবল ওজন সামান্য কমে তাও উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়, বরং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে এরূপ আধুনিক চিকৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (diet control) অপেক্ষা বহু দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ। তৎকর্তৃক ১৯৬০ সালের গবেষণায় এও প্রমানিত হয় যে যাহারা মনে করে যে, রোযা দ্বারা পেটের শুল বেদনা বৃদ্ধি পায় তাদের এ ধারণা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। কারণ, উপবাসে পাকস্থলীর এসিড কমে এবং খেলেই ইহা বাড়ে এই সত্য কথাটি অনেক চিকিৎসকই চিন্তা না করে শুল বেদনার রোগীকে রোজা রাখতে নিষেধ করেন। ১৭ জনের (রোযাদারের) পেটের রস পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যাদের পাকস্থলীতে এসিড খুব বেশী বা খুব কম, রোযার ফলে তাদের এই উভয় দোষই সেরে গেছে। এই গবেষনায় আরও প্রমানিত হয় যে, যারা মনে করেন যে, রোযা দ্বারা রক্তের 'পটাশিয়াম" কমে যায় এবং তাতে শরীরের ক্ষতি সাধিত হয় , তাদের এই ধারণাও অমুলক। কারণ পটাশিয়াম কমার প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা যায় হৃদপিন্ডের উপর অথচ ১১ জন রোযাদারের হৃদপিন্ড অত্যাধুনিক ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে (রোযার পূর্বে ও রোযা রাখার ২৫ দিন পর) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোযা দ্বারা তাদের হৃদপিন্ডের ক্রিয়ার কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সুতরাং বুঝা গেল যে, রোযা দ্বারা রক্তের যে পটাসিয়াম কমে তা অতি সামান্য এবং স্বাভাবিক সীমারেখার মধ্যে। তবে রোযা দ্বারা কোন কোন মানুষ কিছুটা খিটখিটে মেজাজ হয়ে যায়, তা সামান্য রক্ত শর্করা কমার দরূণই, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। অন্য কোন সময় ক্ষুধা পেলেও এইরূপ হয়ে থাকে।"

(চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগের দানঃ আজাদ)

২৮-১২--৬০ এর বরাতে বংগানুবাদ মেশকাত শরীফ মাওলনা নূর মুহাম্মদ আজমী, ৪র্থ জিলদ,২৬৩ পৃঃ)

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম রোযার ফজিলত কেবল আখেরাতেই নয় দু'নিয়াতে মানব দেহের জন্য অত্যন্ত সুপোযোগী, ফলপ্রদ ও স্বাস্থ্য সম্মত এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে এ জাহানের সমস্ত মুসলিম নরনারীসহ সকল মানবজাতির ঐকান্তিকভাবে বুঝা উচিত রামাযানের রোযার গুরুত্ব কেবল পরকালের ক্ষেত্রে নয় বরং আমাদের সুস্থ ও সুন্দর, দেহ-মন-মানসিকতা ও সুপোযোগী স্বাস্থ্য নিয়ে অতি সহজ, শান্তিময়, ভ্রাতৃত্বময় জীবন গড়ার অধিকার মহান আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার সকলেরই দিয়েছেন। তিনি বাস্তব অর্থে তাঁর বান্দাদের জন্য সাধ্যের বাইরে এমন কিছুই দেননি। এ বিষয়ে মহান আল্লতাআ'লার ঘোষণায়-

"আল্লাহতাআ'লা চান তোমাদের সাধনাকে সহজ করে দিতে, তিনি কঠিন করে দিতে কখনই ইচ্ছুক নন।" আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বা দায়িত্ব চাপান না (সুরা বাকারা- ১৮৫, ১৮৬)।

হে আল্লাহ আমরা যেন সকলে রামাযানের মাহাত্ম্য বজায় রেখে সকল গর্হিত কাজকে ছুঁড়ে ফেলে সিয়ামসাধনায় ব্রতী থেকে সুস্থ সুন্দর, দেহ-মন -মানসিকতার অধিকারী হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলকাম হ'তে পারি এ তাওফিক আমাদেরকে দান করুন! আল্লাহ হুম্মা আমীন !!

গল্প

ক্রুসেড রণাঙ্গনে

আব্দুল ওয়াজেদ ছালাফী

সমস্ত ইউরোপের সম্রাট, রাজা, বাদশা , রাজকুমার , নাইট, কাউন্ট, বিশপ, যাজক, বীর শ্রেষ্ঠ, সুদক্ষ অশ্বারোহীগণ ক্রুসেড যুদ্ধের খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য এবং পারলৌকিক পুরস্কার লাভের আশায় তরঙ্গের মত ছুটে এসেছে ভূমধ্য সাগরের তীরে এশিয়ার পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের মাটিতে।

তাদের নেতৃত্ব দানে সুযোগ্য ব্যক্তি ইংলন্ডের সম্রাট, সিংহ হৃদয় রিচার্ড অস্ত্র ধারণ করেছেন। তিনি সুলতান সালাহউদ্দিনকে সতর্ক করে পত্র পাঠান।

"আমরা অনেক শক্তিশালী রাজা বাদশাহ একত্রিত হয়েছি, তুমি শুধু একা, তোমাকে অনুরোধ করছি- জলদি জেরুছালেম ছেড়ে চলে যাও! নতুবা তোমাকে নিস্তনাবুদ করে মিটিয়ে দেওয়া হবে।" -রিচার্ড।

কঠিন হস্তে অস্ত্র ধারণ করে সুলতান সালাহুদ্দিন বলেন, "ইনশাআল্লাহ! আমার এই এশিয়ার মাটি তোমাদের সকলের কবরের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত"!!

এই ঐতিহাসিক ঘটনার কাহিনী কামার আজনালভীর 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

"যুদ্ধের ময়দানে মানবতার সেবা"

আদিল সুলতান সালাহুদ্দিনের সামনে অবনত মস্তকে দাড়িয়ে ....

ইহা সেই ঐতিহাসিক ঘটনার অব্যবহিত পর যখন ইংরেজ রাকুমারী জিয়েনকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে আদিল তাঁর তাবুতে সযত্নে ও পর্দার মাঝে রেখে সুলতানের নিকট উপস্থিত হন।

মুলক আদিল খারদবা পাহাড়ের পাদদেশে ইংরেজ বাহিনীর উপর সিংহ বিক্রমে আক্রমণ চালিয়েছিলেন সেই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছিলেন এবং অবরুদ্ধ আক্কা শহরের সেনা প্রধান সাইফুদ্দিন মাশ্‌তুতের সেই সংবাদ পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন, যে পত্রটি সংবাদবাহক পায়রা বহন করে এনেছিল।

সুলতান সালাহুদ্দিন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন। অবরুদ্ধ আক্কা, আক্কা শহরের মুজাহীদগণ দুদিন যাবৎ অভূক্ত, যদি আগামীকাল পর্যন্ত রসদ পাঠানো না যায় তবে তারা আত্মসমর্পণ করবে। এই সংবাদে সুলতান সালাহুদ্দিনের উপর যেন বিজলীর চমক পড়লো, এবং তিনি তার তাবুর মধ্যে চিন্তিত অসুস্থ রোগীর মত ছটফট করতে লাগলেন।

মুলক আদিল ও সুলতান সালাহুদ্দিন দুই ভাই পরস্পর এ বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন, সেখানে কি উপায়ে রসদ; পাঠানো যায় এবং এই দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? এমন কোন পথ খোলা নেই যে পথ দিয়ে যোগাযোগ করা যায়।

আক্কার বীর মুজাহিদগণ অসংখ্য শত্রু সেনা দ্বারা অবরুদ্ধ। এই শহরটিই খৃষ্টান বাহিনীর শেষ অবলম্বন তারা দীর্ঘদিন ধরে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে শহরের পতন ঘটানোর জন্য, দূর্ভেদ্য শহরটি টিকে আছে মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের মনোবলের উপর।

সমুদ্র পথে ইংরেজ নৌবাহিনী ও তাদের যুদ্ধজাহাজ দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছে, সমুদ্র পথে আক্কার যোগাযোগ

মোটেই সম্ভব নয়। যদি কোন মুসলিম দেশ আক্কাতে সমুদ্রপথে সাহায্য পাঠাতে চায় তবে তা ইংরেজ বাহিনীর হাতে লুণ্ঠিত হয়। এমন অবস্থায় সেখানে রসদ কি করে পৌছনো সম্ভব? এমন কঠিন সমস্যা সুলতানকে অস্থির করে তুলেছে।

শুধু একটি পথই খোলা আছে তা হলো শত্রুবাহিনীর উপর সর্বশক্তি দিয়ে অতর্কিতে হামলা করা। কিন্তু মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন সেক্টরে দায়িত্বে নিয়োজিত। তা সত্ত্বেও মৃত্যুপণ লড়াই করে শহরের একটি পথ উন্মুক্ত করা যায় এবং রসদ পাঠানো যায়। এমনিভাবে সুলতান দুই দুইবার আক্কাতে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছেন। কিন্তু অবরুদ্ধ শহরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি।

কারণ সমুদ্রপথ ও তৌরুণ অঞ্চল খৃষ্টানদের বন্দর ও বসতি এলাকা। তিন লক্ষ খৃষ্টান বাহিনীর অবরোধের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার মুজাহীদদের সুরক্ষিত শহর আক্কায় ইসলামী নিশান উড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে কত দিনে যে অবরোধ মুক্ত করা যাবে তা নিশ্চিত নয়। আক্কার সেনাপতি পরিস্কার লিখেছেন যদি আগামী কাল পর্যন্ত রসদ পৌছানো না যায় তবে আমরা শত্রুদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হব।

বাইরে গেটের সামনে ধুষর পোষাকে সজ্জিত মিশরী গার্ড ও কুর্দিসেনা বাজপাখীর মত প্রহরায় ব্যস্ত। সুলতানের মহল থেকে একফার্লং দুরে সৈন্যদের তাবুর সারি হালিব নদীর ও খারদবা পাহাড়ের প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাতের প্রথম প্রহর কেটে গেছে, প্রথম একাদশীর চাঁদ দুরে ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গের উপর ঝিল মিল করছে, আবছা আলো পাহাড়, খেজুর বাগান ও প্রশস্ত ময়দানের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। মুসলিম ছাউনীতে বহু লোক জেগে বিভিন্ন জায়গায় গোলাকার বসে বীর মুজাহীদদের দাস্তান ও কুর্দিগাজীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করছে।

সুলতানের মহলের আশেপাশে প্রহরায় সুলতানের পুত্র আজিজ উসমান, শাহজাদা আলাউদ্দিন খুররম শাহ এবং মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আমীর ইমাদুদ্দিন জঙ্গী, এদের সকলেই রণাঙ্গন থেকে সবেমাত্র এসেছেন। আধ মাইল দুরে উত্তর পশ্চিমে দুভাগে বিভক্ত মামলুক ও কুর্দি অশ্বারোহী বাহিনী সতর্ক প্রহরায়।

আদিল শাহ নিজ মিশরী মামলুক সৈন্য ও কিছু দরবেশের সঙ্গে দক্ষিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই বাহিনী হালিব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও আক্কার পথের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সুলতান বাইরের সংবাদ সরবরাহের দায়িত্ব ভাই আদিলকেই দেন। সে কারণে প্রথম সংবাদ আদিলের হস্তেই এসে পড়ে এবং তিনিই সুলতানকে অবগত করাতে মহলে আসেন।

গভীর চিন্তার পর আদিল সুলতানকে পরামর্শ দেন,

–"সুলতানে মুয়জ্জম! যুদ্ধ ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই। যুদ্ধ কঠিন যুদ্ধ! তা এক্ষুনি, আল্লাহ সহায়। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আক্কার দ্বার মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ।"

–প্রিয় ভাই আদিল! আমি জানতাম তুমি এ কথাই বলবে! কিন্তু যুদ্ধের রূপ হবে ভয়ংকর! যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্কার দ্বার প্রান্তে পৌছতে না পার, তবে রাতের আঁধারে চার হাজার মুসলমানের জীবন হবে বিপন্ন! তারা মহা সংকটে পড়ে যাবে। ইংরেজ নেক্‌ড়েরা তাদের জীবিত রাখবেনা। তাদের জীবনের বিনিময়ে আমি এ যুদ্ধ চাইনা, দুই বৎসর যাবৎ এই শহরটিকে কৌশলে রক্ষা করে আসছি, এখন যদি খৃষ্টনেরা শহর দখল করে নেয় তবে যুদ্ধের রূপটাই পাল্টে যাবে।

"–তবে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?" আদিল জিজ্ঞাসা করেন।

সুলতান একটু নিরব দাড়িয়ে পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলেন " আক্রমণ ছাড়া সত্যিই কোন পথ দেখা যায়না; কিন্তু হঠাৎ আক্রমণে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। কারণ শত্রুরা হয়ত কেল্লার অভ্যন্তরীণ খবর জেনে নিয়েছে, তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ

করে কেল্লার অবরোধ রক্ষা করবে। তার পরে কেল্লার মধ্যে কিয়ামত সৃষ্টি হবে। সুতরাং আমি পরামর্শ সভা না ডেকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। "

– "রাত গভীর হয়েছে! তবে কি আপনি এখন পরামর্শ সভা ডাকবেন"?

–" তাতে কোন বাধা নেই, আমি এক্ষুনি জারকামাশকে পাঠাচ্ছি, সে আমীরদের সভায় ডাকবে।"

– "তবুও তো রাতের মধ্যে কাজ সমাধা হবেনা। আপনি বিশ্রাম কখন নিবেন"?

"– প্রিয় ভাই আদিল! যখন মুসলমানদের জীবন বিপন্ন তখন তাদের সুলতান কিভাবে বিশ্রাম নিতে পারে? যে পর্যন্ত আক্কার মুজাহীদদের জন্য খাবার পাঠাতে না পারছি সে পর্যন্ত আমি কিছুই খাবনা।"

–" আহ! মহান সুলতান!" আদিলের মুখে একটু জোরেই আহ বেরিয়ে গেল। তিনি জানেন যে, সুলতান যাহা বলেন তিনি তাহা অবশ্যই পালন করেন। শেষে কি তিনি আক্কাতে রসদ পাঠিয়েই আহার করবেন? আদিলের মুখে বিষন্নতা দেখ দিল।

– "আল্লার ওয়াস্তে আপনার জন্য আমার জান কুরবানী হোক, আপনি নিজের উপর জুলুম করবেন না ভাইজান!"

– "আদিল! আমার জীবন মুসলমানদের জীবনের চেয়ে কি বেশী মূল্যবান? কখনোই না।"

ঠিক তখনই একজন জারকামাশ সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হলো; তার ডান হাত তার ঠোঁট পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। সুলতানকে বিশেষ ছালাম প্রদানের পর সে সংবাদ দিল, –"সুলতানে মুয়জ্জম! আমীর হেসামুদ্দিন আবুল হিজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

– "আবুল হিজা! সুলতানের ঠোঁট কেঁপে গেল। তিনি খুশিতে .....ভালই হ'ল সে এসেছে। আমি তাকেই স্মরণ করছিলাম, সম্ভব সে ভাল পরামর্শ দিতে পারে।"

"তাকে জলদি ডেকে নিয়ে এসো।"

আমীর হেসামুদ্দিন আবুল হিজা সাইফুদ্দিন মাশতুতের পূর্বে আক্কার প্রধান সেনাপতি ও কারাকুশদের যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দেড় বৎসর পূর্বে সামান্য সৈন্য নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সাঁড়াশী অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বড় বড় কমান্ডার ও অশ্বারোহীদের ধরাশায়ী করেছিলেন তাতে খৃষ্টানদের নিকট আবুল হিজা এক বিভীষিকা রূপেই প্রতিয়মান হত। মাত্র কয়েক মাস আগে যখন সে বিশ্রামের আবেদন করে তখন সুলতান তা মঞ্জুর করে ছাউনীতে ফিরিয়ে আনেন। পুরাতন সৈন্যসহ এখন সে অবসর প্রাপ্ত। তার অবসরের পর সুলতান সেনাপতি সাইফুদ্দিন মাশতুতকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে আক্কাতে পাঠান।

আবুল হিজা ধুষর পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। বিশ্রামের পর তিনি বেশী মোটা হয়েছেন। ভিতরে প্রবেশ করেই তিনি সুলতানকে বিশেষ ছালাম দোয়া দিয়ে এক পাশে দাড়িয়ে যান। সুলতানের চোখে দুশ্চিন্তা ও নিদ্রাহীনতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। একটু চুপ থেকে আবুল হিজা নিজেই বলে,

– "সুলতানে মুয়াজ্জম! আমি শুনলাম., আমীর মাশতুত নাকি এক বেদনাদায়ক সংবাদ পাঠিয়েছে?"

– "হ্যাঁ, সেই সংবাদই আমাকে অস্থির করে তুলেছে" সুলতান কিছুক্ষণ নিরব থেকে পুনরায় আবুল হিজাকে বলেন।

আক্কার কেল্লাতে রসদ সম্পুর্ণ শেষ। মুজাহীদগণ দুদিন যাবৎ অনাহারে আছে। আমি চিন্তা করছি সেখানে সাহায্য সামগ্রী কিভাবে পাঠানো যায়, তার কোন সুরাহা করতে পারছিনা। আদিলের পরামর্শ, শত্রুদের উপর প্রচন্ড হামলা চালিয়ে কেল্লার রাস্তা পরিস্কার করা।"

– "আমি জানি খৃষ্টানেরা অবরোধ কখনও ছাড়বেনা, তারা কেল্লাটি দখল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। যদি আমরা আগামী কালের মধ্যেই রসদ না পাঠাতে পারি তবে মাশ্‌তুত আত্মসমর্পণ করবে।"

–" না সে কখনোও এমন করতে পারবেনা" আবুল হিজা জোর দিয়েই বলেন। "কেল্লার অধিবাসীদের আহার্য অবশ্যই আছে।"

– "কি বল্‌লে?" সুলতান আশ্চর্য হয়েই বলেন এবং আবুল হিজার আরও নিকটে এগিয়ে যান।

– "এই সংবাদ দেওয়ার জন্যই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। কয়েক মাস আগে মিশর থেকে যে খাদ্য শস্য আক্কাতে এসেছিল তার একটি অংশ আমি মাটির নিচে সযত্নে রক্ষিত রেখে এসেছি।"

– "হ'তে পারে কারাকোশ সৈন্যরা সে শস্য উঠিয়ে ব্যবহার করেছে?"

– "না, হুজুর! কারাকোশ সৈন্যরা তার সন্ধান জানেনা। শুধু পাঁচজন এ বিষয়ে অবগত, তারা আমার সঙ্গে চলে এসেছে"। আবুল হিজা বলে ।

– " এক সময়ে পূর্ব ফটকে ভীষণ আক্রমণ চলে, শত্রুদের অনবরত পাথর বর্ষণের ফলে পূর্ব ফটকে ফাটল দেখা দেওয়ায় ফটক ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে, আমি সৈন্যদের অন্যত্র সরিয়ে রাতারাতি ফটক মেরামতের ব্যবস্থা করি, সে সময়ে সেখানে গোপনে কিছু খাদ্য শস্য মাটির তলে পুতিয়ে রাখা হয়। জলদি চলে আসার সময় কাউকে জানিয়ে আসতে পারিনি।"

আবুল হিজার কথা শুনে সুলতান সালাহুদ্দিন ও আদিল উভয়েই খুব খুশি হলেন এবং বললেন ইহা আল্লাহরই ইচ্ছা যে তিনি বিপদে মুসলমানদের কৌশলে সাহায্য করেন।

– "আবুল হিজা! তুমি বিপদে আমাদের বড়ই উপকার করলে, আচ্ছা; ঐ রসদ কতদিন চলতে পারে?"

– "সুলতানে মুয়াজ্জম! ঐ খাদ্য তাদের আট-দশদিন চলতে পারে, এর মধ্যে ইন্‌শাআল্লাহ তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।"

– " আট-দশদিন অনেক সময়, কিন্তু সে গুপ্তধনের খবর তারা কেমন করে জানবে?"

সুলতান গভীর চিন্তা করেই কথা গুলি বলেন।

– "হ্যাঁ, ইহা বড়ই চিন্তার কথা, ফরাসী ও ইংরেজ সেনারা এমন অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে যে, একটি পাখীও সেখানে উড়তে পারেনা। সমুদ্র পথ তো দীর্ঘদিন ধরে তাদেরই অধিকারে রয়েছে। খ্যাতনামা মুসলিম সাঁতারুগণ গোপনে নদী ও সমুদ্র পথে সাঁতরিয়ে রাতে সেখানে আশরাফী ও চিঠিপত্র পৌছায়। কিন্তু এতে যে কত সাতারু শত্রুর নিশানা হয়েছে আর কতযে সমুদ্রে ভয়াল তরঙ্গে জীবন দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সংবাদ বাহক পায়রার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হয় কিন্তু গত মাসে ইংরেজ সেনারা ঐ পায়রাগুলিকে তীরবিদ্ধ করেছে। এখন শুধু হামাতুল জাবাল ও কোহে পায়মাঁ নামক পায়রাগুলি সংবাদ বহন করছে। কিন্তু এগুলিও নিরাপদ নয়"।

তাছাড়া পায়রাগুলির সংবাদের উপর নির্ভর করা যায়না, কারণ এই দূঃসময়ে কেল্লাবাসীগণ বিনিদ্র রজনী পোহাচ্ছে, তারা অভূক্ত আছে এমন সময় ভাগ্যের উপর নির্ভর করা বোকামী।"

তিনজন আবার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়।

– "সুলতানে আলী! সংবাদ পৌছানোর দায়িত্ব আমার, আমি একজন ভাল সাঁতারু নিঃসন্দেহে আমি এই সংবাদ আক্কায় পৌছে দেব।"

– "না তোমার মত বিপদের বন্ধুকে আমি বিপদে ঠেলে দিতে পারিনা।"

আবুল হিজা নিরব হয়ে গেল, আদিল একটু চিন্তা করে বললেন, "ইংলন্ডের রাজা রিচার্ডের বোন রাজকুমারী জিয়ন আহত অবস্থায় বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমার হেফাজতে বিশ্রামে রেখেছি, এখন তিনি সুস্থ। তাঁকে আজ সকালেই ইংরেজ শিবিরে পাঠাতে হবে। আমি তাকে এমন সুরক্ষিতভাবে গার্ড দিয়ে সসম্মানে পাঠাব আর রাজকুমারীকে এই শর্তে ওয়াদাবদ্ধ করব যেন তারা আমার লোকদের কেল্লাতে পৌছার সুযোগ দেন।"

– " কিন্তু রাজা রিচার্ড যদি অস্বীকার করেন।"

আমার মনে হয় রাজকুমারীর জীবন রক্ষার বিনিময়ে এ শর্ত পুরণে অস্বীকার করবেন না। এই নিয়মে আশা করি কাল সকালেই তারা কেল্লাতে পৌছে যাবে।"

সুলতান তখনও নিরব কোন কথা বলছেন না। আবুল হিজা পুনরায় বলেন, "সুলতানে আলী! রাজকুমারীর জীবনের বিনিময়ে আমাদের একটি শর্ত শুধু একজনকে কেল্লাতে পৌছার অধিকার দান, কেন স্বীকার করবে না? তারাও তো মানুষ!"

– "না...! রাজকুমারীর জীবন রক্ষা কোন শর্ত হতে পারেনা। কারণ একজন বিপন্নকে উদ্ধার করা মুসলমানের দায়িত্ব। তবে রাজকুমারীকে কে নিরাপদে পৌছাবে?"

"হারেস ইবনে হিসাম, সেই এ দায়িত্ব পালন করবে। সে একজন বিজ্ঞ হেকিম।"

আদিলের উত্তর শুনে সুলতানের মুখে প্রফুল্লতার ছাপ দেখ গেল। তিনি বলেন, ইবনে হিশাম একজন সুদর্শন কুর্দী যুবক ও সাহসী বীর ! সে একজন ভালো চিকিৎসক। "তাকে বলে দাও আক্কার কেল্লাতে পৌছার পর যেন সেখানে পায়রা উড়িয়ে দেয়। এবং কেল্লার উপরে রাত্রে আগুনের শিখা তুলে ধরে । তাতে আমরা বুঝে নিব যে কেল্লাতে সংবাদ পৌঁছেছে। রাজা রিচার্ড ভীষণ অসুস্থ তার সুস্থ্যতা কামনা করি, তাঁকে সালাম পৌছে দিও।"

মুল্ক আদিল সমস্ত বিষয় শুনে তা পালনের অঙ্গীকার করে বিদায় হন, সুলতানের ভীষণ চিন্তা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এলো।

আদিল যখন সুলতানের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন তখন ধ্রুবতারা মাথার উপর, এবং চাঁদের আলো খন্ড খন্ড হয়ে ভূমধ্য সাগরে অস্তমিত হচ্ছে। সুদানী গোলাম জারআ লাল তাবুর মধ্য থেকে তেজস্বী অশ্ব বের করে অপেক্ষা করছিল। আদিল শাহ অশ্বের রেকাবে পা রেখে বাজারের দিকে গেলেন, যেখানে তাবুর সারি ও সৈন্যদের ছাউনী অবস্থিত। তিনি হালিব নদীর তীর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন।

গভীর রাত! চারিদিকে ভৌতিক নিরবতা বিরাজ করছে কেচ্ছা কাহিনীর আসর শেষ, কোথাও ক্ষীণ স্বরে তাছবীহ তাহলিলের শব্দ শোনা যায়। আদিল ও জারআ সবকিছু লক্ষ্য করে ফিরে এলেন।

ইবনে হিশাম কুর্দি বাহিনীর মধ্য থেকে বাছাই করা পঁচিশজন সিপাহী নিয়ে রাজকুমারী জিয়নকে কঠোর নিরাপত্তার মাঝে তৌরুণের ইংরেজ সেনা ছাউনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

তখনও সুর্য পাহাড়ের অন্তরালে লুকিয়ে, চারিদিকে তীব্র শীতল হাওয়া প্রবাহিত। মুল্ক আদিল সীমান্ত পর্যন্ত রাজকুমারী জিয়নকে পৌছে দিয়ে তাকে আল্ বিদা জানালেন আর ইবনে হিশামকে কুর্দি সৈন্যের প্রহরায় সতর্কভাবে ইংরেজ ছাউনীর দিকে অগ্রসর হতে বলেন। তার চারপাশে উন্মুক্ত তরবারী প্রহরা নিযুক্ত।

রাজকুমারী জিয়ন আরবদের সুন্দর ভদ্র ব্যবহারে বিশেষভাবে মুগ্ধ। মুল্ক আদিল ও সুলতান সালাহুদ্দিনের পবিত্র আচরণের কথা তার বার বার মনে পড়ছে। খৃষ্টীয় যাজক গণ সমস্ত ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা প্রচার

চালিয়েছে যে, মুসলমান অর্থ বর্বর বন্য পশু , নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বিশেষ করে আরব তুর্কি ও কুর্দিরা প্রথম শ্রেনীর অসভ্য পশু, বেদীন, রক্ত পিপাশু! এরা নাকি ইবনে মরিয়ম ও মেরীর প্রতিমা ভেঙ্গে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং প্রভূ যিশুর পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন কে লাঞ্ছিত করে । খৃষ্টানদেরকে কবজায় পেলে পুড়িয়ে মেরে শেষ করে। কিন্তু রাজকুমারী সে নিজে এমন বর্বরদের কাছে একটি রাত অতিবাহিত করলো, তেমন কোন দুর্ব্যবহার তো দুরের কথা একচি অশালিন বাক্যও শুনে নাই। বরং সে দেখতে পেল, আরবরা কত বেশী ভদ্র , সুসভ্য ও অতিথিপরায়ণ, তারা কত বেশী ধর্মভীরু ও চরিত্রবান, নামাজ ও রোজার নিয়ম পালনে এদের মন কত পবিত্র। এদের কথা কত মার্জিত ও নম্র বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি এতই সৌজন্য ব্যবহার যা অন্য কোন জাতির কাছে আশা করা যায় না। মুসলমানগণ ইবনে মরিয়মের নামের সহিত সসন্মানে আলাইহেস্ সালাম উচ্চারণ করে। আদিল বলেছে, মুসলমানগণ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহর সম্মানিত নবী ও রাসূল রূপেই জানে, কুরআন মজিদের আয়াত বা ভার্জ পাঠ করে শুনালো, কত সুন্দর তার ব্যাখ্যা। কিন্তু যাজকগণ জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ইউরোপবাসীকে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে এই যুদ্ধের ময়দানে সমবেত করছে। কিন্তু মুসলমানদের অধিকার থেকে কি বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করতে পারবে? বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা এবং তাদের রাসূলের মে'রাজ গমণের প্রথম মঞ্জিল। বাইবেল ওল্ড টেষ্টামেন্ট অর্থাৎ তাওরাত কিতাবে মুছা (আঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেন, জেরুজালেম বনী ইসরাইলদের মত বনি ইসমাঈলদেরও ওয়ারিসসুত্রে প্রাপ্ত ভূমি। বণি ইসরাঈল অর্থাৎ ইহুদীগণ দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর অধিকারে রেখেছিল এখন প্রায় নব্বই বৎসর মুসলমানদের অধিকারে রয়েছে। কারণ ফিলিস্তিনী আরবদের ইহা মাতৃভূমি। কোন দাবীতে ইউরোপবাসী ইহা দখল করবে? এমন অন্যায় লড়াই কে সমর্থন করে? এমনি বহু প্রশ্ন তার মনে পর্য্যায়ক্রমে উদয় হয় এবং যাজকদের প্রতি তার ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি অবশ্যই সকলকে নিষেধ করব এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে।

মুল্ক আদিলের অনুপম ব্যবহার এবং ভদ্র আচরণ তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। সে আদিলের বীরত্বেও মুগ্ধ! যদি সে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার না করত, তবে সে মারগানের মত সিংহের পেটে চলে যেত। রাজকুমারী সেই বিস্ময়কর মূহূর্ত ভুলতে পারেনা। যখন আদিল তাকে অর্ধচেতন অবস্থায় বাহুতে উঠিয়ে তেজস্বী অশ্ব পৃষ্ঠে করে বিপদ সংকুল. পিচ্ছিল পাহাড়ী পথে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করে চলে এলো তখন তার বাহুতে নিরাপদ আশ্রয়ে ইংলন্ডের রাজকুমারী ও সিসিলির রানী জিয়ুণ!

কিন্তু আশ্চর্য! সে তো তাদের ধর্মের ও জাতির প্রবল শত্রু! যখন সে জানতে পারলো যে এই যুবকটি সুলতান সালাহুদ্দিনের ভাই মুল্ক আদিল। তার অন্তরে যেমন নিরাপত্তার অনুভূতি ছিল তেনি ভীষণ আশংকাও তাকে ঘীরে রেখেছিল। কারণ সে জানতো যুদ্ধ চলছে এদেরই সঙ্গে। তার ভাই সিংহ হৃদয় রাজা রিচার্ড আদিলের মাধ্যমেই সন্ধি ও যুদ্ধ বিরতির পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।এই সেই আদিল যে তার ভাই সুলতান সালাহুদ্দিনের অনুমতি নিয়ে রাজা রিচার্ডের চিকিৎসা ব্যবস্থা, বরফ ও ফলমুল ইংরেজ ছাউনীতে পাঠাতেন, যাতে রিচার্ড জলদি রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়ে আবার যুদ্ধের ময়দানে আসতে পারে। কত মহৎ! সে আরও শুনেছে যে মুলক্ আদিলই সুলতান সালাহুদ্দিনের দক্ষিণ হস্ত।

রাজকুমারী আরবদের ছাউনীতে যে সব দৃশ্য দেখেছে বিশেষ করে অতিথিপরায়ণতা তাকে আধিক অভিভুত করেছে। এমন বহু চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

মুসলিম বাহিনী ও ইউরোপের খৃষ্টান বাহিনীর দুরত্ব মাত্র আধ মইল। আক্কা শহরের ভীষণ লড়াইয়ের পর মুসলিম বাহিনীকে নিকটবর্তী অবস্থানে আনা হয়েছে। তবুও তাদের পাঁচ-ছয় মাইল পথ অতিক্রম করতে হলো। মুসলিমদের সীমান্ত ছাড়িয়ে তারা মার্জার দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে সুর্য স্পষ্ট উদয় হয়েছে।

আক্কার খেজুর বাগান ও জয়তুনের বাগানের পাশে যেখানে ইংরেজ সেনারা অবস্থান নিয়েছে তাদের বাম দিকে রেখে খন্দক বরাবর অগ্রসর হয় যে খন্দক তোরণের দুর্গ প্রাচীরকে বেষ্টন করে আছে। প্রাচীরের পাশ দিয়ে চার মাইল

অগ্রসর হওয়ার পর গেটের সামনে প্রহরায় নিযুক্ত সিপাহীগণ বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! রাজকুমারীকে নিয়ে তারা নিরবে পূর্ব গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এখানে ইংরেজ অশ্বারোহী দল অপেক্ষা করছিল তারা রাজকুমারীকে দেখে চিনে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার ঘোড়া দৌড়িয়ে খন্দকের পাশেই তাদের লাগাম টেনে ধরে।ইবনে হিশাম কুর্দি প্রহরায় রাজকুমারীকে নিয়ে পাশা-পাশি অগ্রসর হতে থাকে। জিয়ন ইংরেজ অফিসারকে চিনে ফেলে সে রাজা রিচার্ডের সঙ্গী নাম বিল্‌ডন্ ডিক্রে, অফিসারটি রাজকুমারীকে অভিবাদন করে বলে " রাজকুমারী! বাদশাহ আপনার নিখোজ হয়ে যাওয়ায় ভীষণ অসুস্থ ও অস্থির, ইংরেজ ক্যাম্পে সারারাত আজ কেউ ঘুমায়নি"

রাজকুমারী চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বিলডনের দিকে তাকায়. " এখন বাদশাহর কি অবস্থা?

" প্রশ্ন করেন।

– "প্রিন্সেস জিয়ন! আপনার ভাই এখন অসুস্থ! রাতে দু-দুইবার হার্ট এ্যাটাক্ করেছিল, আমরা তো ভীষণ হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। রোমের রাজকুমারী রানী ব্রিংগেরিয়া আপনার জন্য অস্থির! বেচারী গ্রিটা তো কেঁদে কেঁদেই সারা। মারগানের করুণ মৃত্যু সকলকেই বিমর্ষ ও দুর্বল করে ফেলেছে।"

– "তবে কি মারগানের মৃত্যু খবর সকলেই জেনেছে?....."

– "....দয়া করে আপনি চলুন, আপনার ভাই এর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন আছেন!" ডিক্রের কথা শুনে রাজকুমারী চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

ডিক্রের দিকে তাকিয়ে ," তুমি খুবই উদ্বেগের কথা শুনালে।"

ডিক্রের দৃষ্টি ইবনে হিশাম ও কুর্দি গার্ডদের উপর পড়ে, এবং সে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জিয়ন তার আশ্চর্যের কারণ লক্ষ্য করে বলেন,

– "আমাকে সুলতানের ভাই মুল্‌ক আদিল মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে। তাঁর সঙ্গীরা আমার হেফাজতের জন্য সঙ্গে এসেছে। এই আরবগণ এখন আমাদের শাহী মেহমান, এবং তারা আমার সঙ্গে বাদশাহ্‌র নিকট যাবে।"

হলডিনের চোখে বিরক্তির ভাব দেখা গেল. কারণ গেটে ফরাসী অফিসার প্রহরায় ছিল, সে রাজকুমারী ও আরবদের বাধা দিল।

রাজকুমারীর চেহারা রাগে রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল, তিনি জোর দিয়েই বলেন, "আমার মেহমানদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই নাদান ফরাসী অফিসার এখানেও আমাকে অপমান করবে?"

–"আসুন! আসুন!! ওকে আমি বুঝিয়ে দেব।" এই বলে হলডিন ডিক্রে চলে গেল। রাজকুমারী জিয়ন আরব মেহমানদের নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। এবং ইবনে হিশামকে লক্ষ্য করে বলেন " তুমি নিশ্চিন্তে থাক আমার উপস্থিতিতে কেউ তোমার কিছু করতে পারবেনা।"

– "রাজকুমারী সাহেবা! মুসলমান সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং নিজ শক্তির উপর নির্ভর করে, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব পালন না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে যেতে পারিনা।...."

(চলবে।)

ঈদ মুবারক

গুমনাম রাহী

আল্‌বিদা মাহে রামাযান!
ঈদ মুবারক আছছালাম!!
.....
খুশির বারতা লয়ে এলো ঈদ
পুনঃ দুয়ারে সবার।
রহমতের ঝর্ণা ধারায় সিক্ত আজি
কে পেল পুরস্কার?
তবে, সাফল্য কি সবার তরে?
সবাই কি ভাগ্যবান?
সওম সাধনায় ক্ষমা যে পেয়েছে
তারি তরে রামাযান।
সফলতা নিয়ে উদয় আজিকে
সালাম ঈদের চাঁদ।
ধনী গরীবের মহা মিলনের এই
আনন্দ ও আহলাদ।
সওমের আগমনে উত্তপ্ত ধরণী
শীতল হয়েছে কিছু।
পাপি তাপিরা ভয়ে সংযত
মাথা করেছে নিচু।
বিশৃংখল জনতা, সংযমী হও
আল্লাহ'র ভয়ে আজ।
কল্যাণকামী হও আগুয়ান
লয়ে সাফল্যের তাজ।
.....
একটু খুশি একটু হাসি, আনন্দ ভরা দিন।
ঐ দেখা যায় একফালি চাঁদ মেঘের মাঝে ক্ষীণ।
ঈদের মাঠে সমবেত সব হিংসা বিদ্বেষ ভুলি,
আল্লাহু আকবার, তসবিহ সবার মুখে এই বুলি।

জাগো মুসলিম

মোঃ রফিকুল ইসলাম রনজু, রাজবাড়ী

ঘুমিয়ে কেন ওরে মুসলিম?
জাগ তোরা আরেকবার,
তোদের শৌর্য-বীর্য বিহনে
বিশ্ব হ'ল যে অন্ধকার।
দেখনা চাহিয়া নয়ন মেলিয়া,
জগৎ চলেছে কোন্ পথে,
তোদের ধর্ম করিছে খর্ব,
ইহুদী, নাসারা বিজয় রথে।
যেথায় আল্লা'র প্রভুত্ব
মানুষ সেথা নিজেই প্রভু,
কোন্ বিবেকে সে-সব রাজ্যে,
এখনো তোরা ঘুমাস তবু?
এই কি তোদের কুরানের বাণী?
হাদীছের বয়ান মহানবীর?
জয় দেখে তোরা ভয় কেন পাস?
তোদের নেতারা ছিল যে বীর।
শক্তি-সাহস হারালি কিন্তু,
রয়েছে কোরান হাতের পর,
শক্তি উৎস ফিরে পাবি ফের,
কোরান হাদীছ আঁকড়ে ধর।
আল্লাহর বিধান করেক জারি,
ইসলাম পুনঃ কর আবাদ.
নইলে তোদের হাশর মাঠে,
মিলে নারে ভাগ্যে নাজাত।

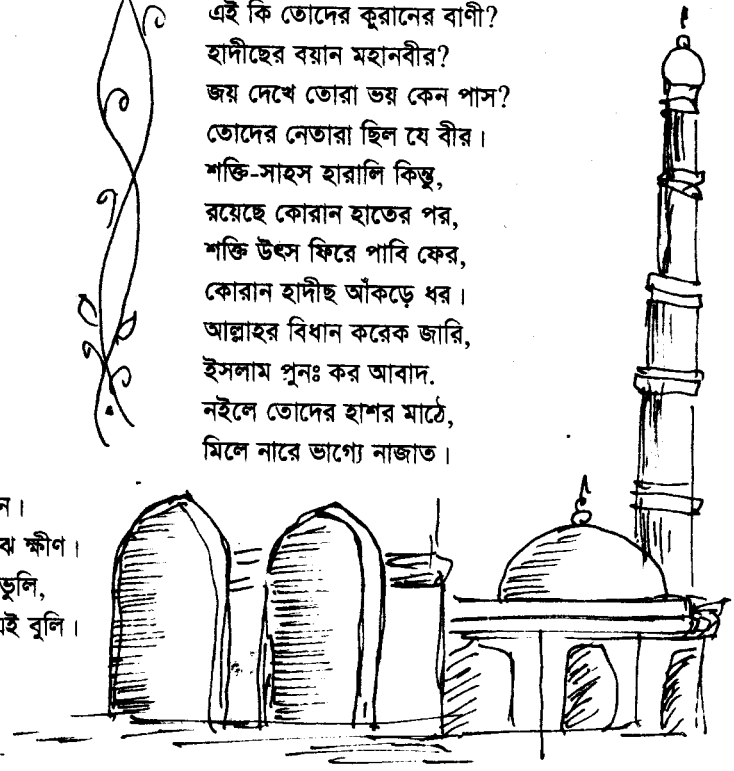

ধুমপায়ী

মোখলেছুর রহমান, বগুড়া

বিড়ি আর বিড়ি সারা দেশ জুড়ে,
বেহিসাবী সম্পদ শেষ আগুনে হয় পুড়ে।
বাস, কোচ, লঞ্চ, ফেরী, গাড়ী আর বাড়ী.
সব জায়গায় টানতে দেখি বিড়ি আর বিড়ি।
বিড়িখোরের মূখ গন্ধ, আরো গন্ধ কাপড়
এদের নিকট বসলে আমার ধরে যায় ফাঁপড়।
বিড়িখোর নিজের ক্ষতি নিজেই ডেকে আনে,
যতই বুঝাই তবুও ওরা কিছুই নাহি মানে।
বুঝালে সে নাহি বুঝে এমন অবুঝ যারা
আহম্মক নাদান যত শেষেতে মরবে তারা।
বিড়ির ধোয়ায় বাংলার আকাশ হচ্ছে গোধুলিময়
তাই, মুমিনের জন্য হচ্ছে এটা বড়ই সংশয়।

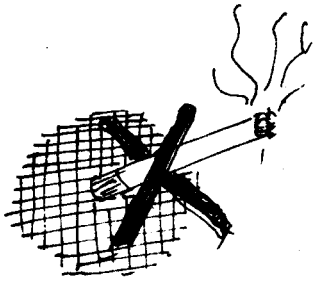

রামাযান

মোছাঃ শ্যামলী বেগম

আহলান ছাহলান মারহাবান মারহাবান,
খুশির প্লাবন নিয়ে আমাদের তরে এলো রামাযান।
তার আগমনে ছায়েমের মনে উঠে আনন্দের ঢেউ
সে সত্য সে পবিত্র অস্বীকার করে না কেউ।

যার শুরুতে শান্তি মাঝে মা'ফ শেষে আছে নাজাত,
তার কামনা করে, আল্লাহর কাছে করি মোনাজাত.
সাহারী খাব রাতের শেষে ইফতার দিনের শেষে.,
ধনী নির্ধন সবাই মিলে একসাথে সব বসে।
এলো রামাযান আমাদের তরে মুক্তির দূত সেজে,.
আল্লাহর কাছে করব দো'য়া প্রতি সালাত মাঝে।

সুপ্রিয় লেখক ও লেখিকা এবং পাঠক ও পাঠিকা আপনারা কবিতা ,প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবরঃ

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন,

কাজলা, রাজশাহী।

জিহাদী গজল

মোঃ আব্দুল আজিজ, বগুড়া

মোরা মুসলিম সত্যের সেনা ভয় করিনা কভূ;
যার অনুরাগে জান কুরবান- তিনি মোদের প্রভূ।
দ্বীনের মশাল জ্বালিয়ে হাতে ফিরিব দেশে দেশে
হৃদয় মাঝে পূর্ণ ঈমান বীর মুজাহিদ বেশে।
যেথায় যাব দেখাব সবে ঈমানের কত বল,.
মোরা এখন জিহাদী সেনা নহি আর দুর্বল।
মোমিনগণই এই আলমের সর্বশ্রেষ্ট জাতি;
দূর অতীতে ছিল তাদের বিশ্ব জুড়া খ্যাতি।
তাই তো সবে পরস্পরে বাসি যে এত ভালো,
মানবজাতির জীবন বিধান আল কোরানের আলো
ঘুমের ঘোরে রহিব না আর হাতিয়ার মোদের হাতে;
নারায়ে তাকবীর গাহিয়া চলিব ঐ কাফেলার সাথে।
যারা মুসলিম এই পৃথিবীর সংগ্রামী মহাবীর;
বাতিলের কাছে নির্ভীক সদা উন্নত মমশির।
মোদের পরস্পরে হৃদয় গভীরে দয়া মায়া ভালবাসা,
বাতিলের সাথে আপোষ নাহি শহীদের পূর্ণ আশা।
ভয় নাই মনে মহা সংগ্রামে জীবন দিতেও কভূ;
চির শান্তির ঐ জান্নাত দান করিবেন মহা প্রভূ।

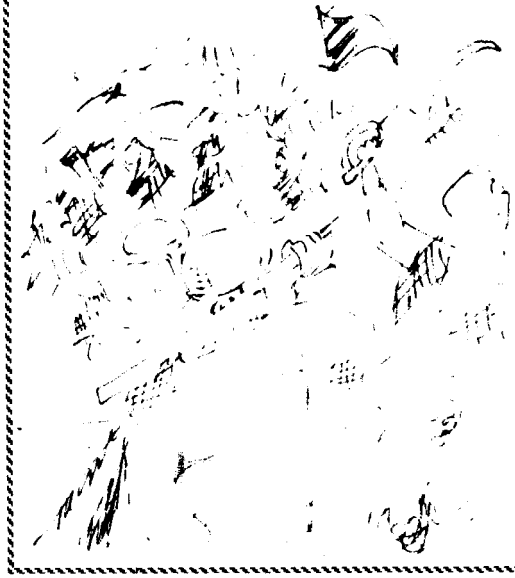

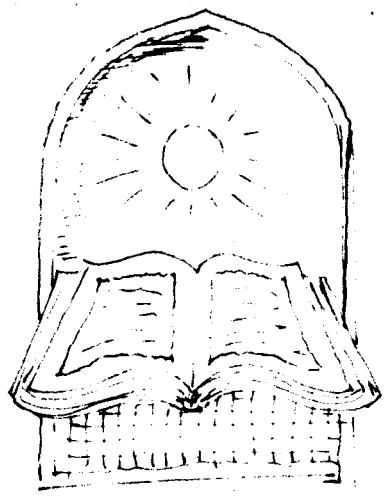

দা'ওয়াত ও জিহাদ

মোঃ বেলাল উদ্দিন, পাবনা

অহির বিধান কায়েম করার হচ্ছে যখন অভিযান
পুঁজিবাদীর অট্টালিকায় ভারাটে মোল্লা হাঁকে আজান।
ধ্বংস হলো বাঁশের কেল্লা রক্তে রাঙা বালাকোট
আজকে আবার নওদাপাড়া আহ্‌লেহাদীছ ঐক্য জোট।
রাজপথে থমকে দাড়ায় কিসের মিছিল এ আবার,
ব্রিটিশ রাজের কাঁপতো গদি তাকবীরেতে বার বার
ভোট ভিখারী চমকে উঠে রক্ত চোখে কাপছে ঠোঁট
থমকে দাড়ায়, কি চায় আবার নওদাপাড়ার ঐক্যজোট।
দাওয়াত ও জিহাদে গর্জে উঠে সম্মিলিত ধ্বনিতে.
ফেরকাবাদের কাঁপছে আসন চাইছে মানুষ জানিতে
দ্বীনের নামে চলবে না রে মানব রচা কোন বিধান
সব সমস্যার সমাধানে ছহীহ্‌হাদীছ ও আল কোরআন।

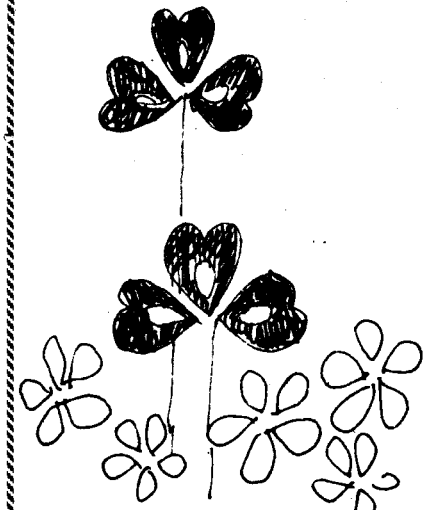

আহলেহাদীছ তরুণ

মোঃ আবুল হাশেম, রাজবাড়ী

আহ্‌লেহাদীছ তরুণ ওরে,
আমরা মুসলমান।
আমরা মানি ছহি হাদীছ,
নবীজির ফরমান।
আল কুরআনের আদেশ নিষেধ.
আমরা চলি মেনে।
এ ছাড়া আর মুক্তি নাই,
আমরা গেছি জেনে।
দল মতবাদ এজমা ফেকা,
সব ছাড়িয়া ভাই।
আকঁড়ে ধর সত্য ন্যায়ের
হাদীছ কুরআনটাই।
আহলেহাদীছ তরুণ ওরে,
আমরা মুসলমান।
হাদীছ কুরআন মানার তরে
জানাই আহ্বান।

অগ্রযাত্রা

নিজামউদ্দিন (আল্ হেরা), কুষ্টিয়া

আমরা চলন্ত রেল্ ব্রেক ছাড়া গাড়ী নই
আমাদের দুরন্ত অভিযান,
আহলেহাদীছ আন্দোলণ
এইতো আমাদের পরিচয়! ২
আমরা পায়ে পায়ে যাব পথ এগিয়ে
আমরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাব নদী পেরিয়ে।
আমরা বীর বিজয়ী বেশে
সাগরে ও শুন্যে ভেসে
সমস্ত বিশ্ব করবো যে জয়!! ২
আমরা সকালের সোনা রোদ ছড়িয়ে
আমরা শিশিরের শির দেব রাঙিয়ে,
আমরা পাপী এ বিশ্ব পরে
শির্ক ও বিদ'আত মুক্ত করে
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
করবো আলোময়!! ২

"আমাদের পরিচয়"

মোঃ মোমতাজ আলী খাঁন

আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্ম ইসলাম; আর এই ইসলাম হলো প্রকৃতির ধর্ম, যুক্তির ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রগতির ধর্ম। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে এবং যে কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা এমমাত্র ইসলামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই ইসলাম কেবলমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্ব- জাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের উপযোগী ধর্ম হলো ইসলাম। এ ধর্ম নবী মুহাম্মদই (ছাঃ) এ পৃথিবীতে এনেছিলেন তা নয় বরং মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এবং আদম থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসুলগণ এ ধর্মই প্রচার করে এসেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ) হলেন সর্ব শেষ ধর্ম প্রচারক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার।

সকল মুসলমান আমরা ভাই-ভাই। কিন্তু মিল্লাতে ইসলামিয়ার দিক থেকে আমলে, আকীদায়, দর্শনে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক একটি জামায়াতী সত্তা তবে কোন মাযহাব বা ফিরকার অন্তর্ভুক্ত নই। আমরা কুরআন সুন্নাহর সরাসরি আমলকারী। আমাদের পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন, কৃষ্টিগত পদ্ধতি ও ইবাদাত অনুষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন স্তরে আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রতা রয়েছে। এসব সঙ্গত কারণে আমাদের আরেকটি নাম হলো আহ্‌লে হাদীছ। এ নামেই আমরা মুসলিম সমাজে পরিচিত হতে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করি।

আমরা লা-শরীক আল্লাহর অনুগত গোলাম। আল্লাহ ছাড়া কারো দরবারে আমাদের মাথা নত হয়না। তা সে যত পন্ডিত, বিদ্যান, দার্শনিক, সম্রাট, পীর-দরবেশ হোকনা কেন। আমরা সকল প্রকার শির্ক, বিদয়াতকে সভয়ে এড়িয়ে চলি এবং সকল সময় তার প্রতিবাদ করি। আমরা কস্মিনকালেও কোন প্রতিমার কাছে, কবরের কাছে ও কোন রাজ-রাজাদের দরবারে আত্মনিবেদন করতে জানিনা।

যারা জ্ঞানী, যারা বুদ্ধিমান যারা পীর, সমাজদরদী, কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি তাদের প্রত্যেককেই সন্মান করি, শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু তাই বলে তাদের কাউকে অভ্রান্ত বলে, মাসুম বলে স্বীকার করিনা, একমাত্র বিশ্ব প্রতি পালক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হতে ঐশী বাণী নিয়ে যে আখেরী নবী মানুষের কান্ডারী রূপে পারলৌকিক মুক্তির জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ ধরাধামে আগমন করেছিলেন সেই বিশ্বনবী শান্তির দূত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর আদর্শতম থিউরী ও মতবাদকে অভ্রান্ত বলে জানি এবং তার প্রতিভার কাছে, মনীষার কাছে, জ্ঞান গরীমার কাছে, তার শিক্ষা সভ্যতার কাছে মুগ্ধ হয়ে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে নত না হয়ে পারিনা।

আমরা ধন সম্পদের মোহে, কোন রূপসী রমনীর আর্কষণে, মন্ত্রী হবার লোভে নিজেদের ঈমান, আদর্শ ও সত্তাকে বিলকুল বরবাদ করতে জনিনা। মহান রাসূলকে অনুসরণ করে আমরা সকল বিলাস বৈভব ও রাজত্ব কে দূরে ঠেলে আল্লাহর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করি।

সততঃ আমরা যৌক্তিক নীতির বাস্তব অনুসারী। এজন্য অন্ধের মতো কারো অনুসরণ আমরা মোটেও পছন্দ করিনা। জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে যা কিছু ফায়সালা গ্রহণ করি তা বিশ্বস্ত প্রামাণিকতার ভিত্তিতে করি, কারো মুখ নিঃসৃত বাণী দিয়ে নয়। আমাদের মতবাদ ঐশী মতবাদ যা চাকচিক্যময় চিন্তাধারার খামখেয়ালীপনা থেকে মুক্ত এবং নিটোল মুক্তার মতোই বিশূদ্ধ।

এবার শেষ কথায় আসি। কোন পীর দরবেশ, কোন পার্টি কিম্বা কোন বিশেষ মহলের উপর আমাদের বিশ্বাস, নির্ভরতা কখনোও ছিলনা বর্তমানেও তা আদৌ নেই। যিনি রাজার রাজা, বাদশার বাদশাহ্, যিনি গরীয়ান, মহীয়ান সেই পরম স্রষ্টা বিশ্ব প্রভূ আল্লাহপাক হচ্ছেন আমাদের সর্বক্ষণের সকল নির্ভরতার একমাত্র কেন্দ্রীয় আশ্রয়স্থান এবং তারপর তদীয় রাসূল (ছাঃ) আমাদের মহান আদর্শ যা অবশ্যই নিয়ে যাবে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে, মনজিলে মুকসুদের দিকে।

প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি কি?

উঃ মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি। আর পরকালীন মুক্তির চেতনার উপরেই এর ভিত্তি স্থাপিত। এ চেতনা থেকেই মুমিন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হয়ে জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সন্তুষ্টির বিনিময়ে দুনিয়ার সবকিছুকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সূত্রঃ- নৈতিক ভিত্তি প্রঃ-৩।

প্রশ্নঃ অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পার্থক্য কোথায়?

উঃ অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই ইসলামী চেতনা রয়েছে। কিন্তু সেখানে ইত্তেবায়ে সুন্নতের সম্মুখে তাকলীদে শখছীর এক দূর্ভেদ্য কঠিন পর্দা ঝুলানো রয়েছে, যা ছিন্ন করে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা তাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। ফলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নামে সেখানে চালু হয়ে গেছে তাকলীদে ইমাম ও তাকলীদে ওলির গোলক ধাঁধাঁ। ইমামত ও বেলায়েতের পর্দা ছিন্ন করার মত সৎসাহস অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের মধ্যে তেমন দৃষ্ট হয় না। আর সে দুর্বলতা থেকেই তাঁরা বলতে বাধ্য হন যে "দেশে যে মাযহাবের লোক সংখ্যা বেশী সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে দেশ শাসিত হওয়াই স্বাভাবিক।"

প্রশ্নঃ আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি?

উঃ আহলেহাদীছের রাজনৈতিক স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হল দেশের আইন ও প্রশাসন কাঠামোকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযাযী ঢেলে সাজানো। অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন। ঐ- পৃঃ ১১

প্রশ্নঃ আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক স্বার্থ কি অন্য কোন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হাছিল হওয়া সম্ভব?

উঃ এক কথায় এ জবাব হ'ল "না"। কারণ বাস্তুবাদী রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামী শাসন চায়না। অন্যদিকে যারা ইসলামী শাসন চান, তারা নিজ মাযহাবী সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে গিয়ে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিধি বিধানসমূহ প্রতিনিয়ত এড়িয়ে চলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা আর যাই হোক আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিল হওয়া সম্ভব নয়। ঐ- পৃঃ১১

প্রশ্নঃ বর্তমানে আহলেহাদীছদের এ করুণ অবস্থার জন্য প্রধানত কোন কোন বিষয় সমূহ দায়ী?

উঃ আহলেহাদীছদের এ করুণ অবস্থা হটাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দায়ী।

(১) আহলেহাদীছ মতাদর্শের আলোকে দেশে আজ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে যোগ্য আহলেহাদীছ আলেমের দুঃখজনক অভাব সৃষ্টি হয়েছে।

(২) হানাফী মাযহাব অনুযায়ী প্রচলিত আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রতি প্রতিভাবান আহলেহাদীছ ছাত্ররা ঝুঁকে

পড়ায় নিরপেক্ষভাবে কুরআন সুন্নাহর ইলম থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

(৩) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া হয়নি।(৪) আহলেহাদীছ আন্দোলনের আলোকে বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় লেখনীর অভাব।

(৫) জনমত গঠনের জন্য যোগ্য ও যুগোপযোগী বক্তার অভাব।

(৬) রাজনৈতিক অংগন থেকে পুরোপুরি দুরে অবস্থান করা। এবং

(৭) 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' কেবলমাত্র নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া। ঐ-পৃঃ ১২

প্রশ্নঃ আহলেহাদীছদের এ করুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

উঃ আহলেহাদীছদের এ করুণ দশা যেমন হঠাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি এর সমাধানও রাতারাতি সম্ভব নয়। আর তাই প্রয়োজন কতকগুলো সুদূর প্রসারী ও সুদুর পরিকল্পনার। সে গুলো নিম্নরূপঃ

(১) কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ গবেষণার জন্য আহলেহাদীছদের পরিচালনাধীন বেসরকারী ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্ভব না হলে তাদের জন্য পৃথক শিপ্টিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(২) পৃথক আহলেহাদীছ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কায়েম করতে হবে। এবং উক্ত বোর্ডের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মাদ্রাসা সিলেবাস সমূহকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

(৩) আহলেহাদীছ পরিচালিত একাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্র বের করে লেখক সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি বক্তা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) উদারভাবে ব্যাপক সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম চালু করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

(৫) রাজনৈতিক অংগনেও আহলেহাদীছদের সক্রিয় পদচারণা থাকতে হবে। সেটা 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' এর মাধ্যমে হোক অথবা পৃথক কোন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে হোক। ঐ-পৃঃ ১৩

প্রশ্নঃ সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি কয়টি?

উঃ সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি তিনটি। যথাঃ-

(১) তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। ঈমান আনা এ ব্যাপারে যে, মানুষের দুনিয়াবী জিন্দেগীতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে বিধান রচনার একমাত্র হকদার হলেন আল্লাহ।

(২) ইত্তেবা করার ক্ষেত্রে রাসূলকে (ছাঃ) একক হিসাবে গণ্য করা/মান্য করবে। এবং

(৩) তাযকিয়াহ বা পরিশুদ্ধি- যে জন্য রাসূলের(সঃ) আগমন ঘটেছিল। বরং বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল সকল রেসালতের মুল লক্ষ্য ও বাস্তব ফলশ্রুতি।

সুত্রঃ সালাফী দাওয়াত। পৃঃ- ১৪-৩০।

প্রশ্নঃ সালাফীদের আদর্শ বা নমুনা কে?

উঃ সালাফীদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন মডেল বা শ্রেষ্টতম নমুনা নেই। তিনি মানব জাতির মধ্যে আত্মার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মর্যাদার দিক দিয়ে সর্ব্বোচ্চ, সুদৃঢ় এবং শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, " নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ও তাঁকে সর্বাধিক ভয় করি।" এ কারণেই সালাফী মতাদর্শ শূচিতা ও পরিশুদ্ধিতা অর্জনে এবং অনুসরণের দিক দিয়ে আল্লাহর কালামের পরে রাসূলের(ছাঃ) সুন্নাত ও চরিত্র মাধুর্যকেই ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে।

ঐ-পৃঃ -৪২

প্রশ্নঃ সালাফী দাওয়াতের উদ্দেশ্য কি?

উঃ সালাফী দাওয়াত ঈমানের কোন একটি নির্দিষ্ট শাখা কিংবা বিশেষ বিষয় বস্তুর দিকে দাওয়াত নয়, বরং ইহা শুধুমাত্র ইসলামী দাওয়াত। এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ-

(১) খাঁটি মুসলিম তৈরী করা- যিনি নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করেন-(ক) তাওহীদে বিশ্বাস (খ) ইত্তেবায়ে সুন্নত এবং (গ) তাযকিয়ায়ে নাফ্স্।

(২) এমন একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করা যেখানে আল্লাহর কালেমার ঝান্ডা সমুন্নত থাকবে এবং কুফরী কালেমা পদলিত হবে।

(৩) আল্লাহর জন্য দলীল কায়েম করা- আল্লাহ বলেন-"... রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসাবে যাতে রাসূল আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের আর কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" -নিসা ১৬৩-১৬৫ আয়াত।

(৪) দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করা- ' প্রভূর নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং তারা যাতে সতর্ক হয়। আরাফ- ১৬৩-১৬৪। অর্থাৎ আমরা যেন আল্লাহর নিকট বলতে পারি যে, হে প্রভূ! আমরা তোমার দেয়া আমানত সাধ্যমত আদায় করেছি।ঐ-পৃঃ-৫৬

প্রশ্নঃ সালাফী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ সালাফী দাওয়াত নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিশীল। যথাঃ-

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা- ইহা দ্বীনের সার সংক্ষেপ, যার ভিত্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাকী পাঁচটি আরকান অর্থাৎ ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ বিচারের দিন, তাকদীরের ভালমন্দ এগুলি প্রথম রুক্ন্। রাসূলগণ ঐ এক আল্লাহর দিকেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন।

(২) ঐক্য স্থাপনঃ ইসলামী দাওয়াত তথা সালাফী দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্য । আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন" আপনি বলুন, " হে মানবজাতি, আমি তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আরাফ-১৫৮আয়াত। অন্যত্র আল্লাহ বলেন " তোমরা সবাই মিলে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর রজ্জুকে বজ্র মুষ্টিতে ধারণ করো এবং আপোসে বিভক্ত হয়োনা। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে একবার স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে সবাই পরস্পরের শত্রু। আল ইমরান-১৩৩।

(৩) ইসলামের জ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করাঃ

সালাফী দাওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা প্রচেষ্টা হলো ইসলামের বুঝকে সমস্ত মানুষের নিকট কেতাব ও সুন্নাহর শিক্ষা ও জ্ঞান সহজ ও স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়ার যাবতীয় পন্থা বলে দেয়া।

ঐ-পৃঃ-৫৯-৮১।

প্রশ্নঃ জিহাদ কি? ইহার গুরুত্ব কতটুকু?

উঃ আল্লাহকে খুশী করার জন্য কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলে। অন্য অর্থে নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, মুশরিক মুনাফিক ও ফাসেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেও জিহাদ বলে।

জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণাঃ

"হে বিশ্বাসীগণ আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দেবনা যা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ইমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা যদি তোমরা তা বুঝ।"ছফ-১০।

আরো এরশাদ হয়েছে " তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সকল অবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা যদি তোমরা বুঝ।" -তওবাহ-৪১

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেন"তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও ভাষা দ্বারা আবু দাউদ, নাসাঈ।

তিনি আরো বলেন"যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করলনা কিংবা অন্তরের মধ্যে কখনও জিহাদের কথাও ভাবলনা; সে এক ধরণের মুনাফেকীর হালতে মৃত্যু বরণ করল।" -মুসলিম

ঐ পৃঃ ২৭-৩৩।

প্রশ্নঃ আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের ভাষ্য কি?

উঃ আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ঘোষণা; 'হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর. রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর। নিসা-৫৯।

তবে আমীরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন আয়াতে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আমীরের আনুগত্য জরুরী বা আমীর থাকা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন "তিন জন লোকের জন্যও হালাল নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিয়োগ না করা পর্যন্ত। -আহমদ। তিনি আরো বলেন " যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল।" -মুত্তাফেকুন আলায়হে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ' যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গর্দানে আমীরের বায়আত থাকল না, সে জাহেলী হালাতে মৃত্যুবরণ করল। মুসলিম।

সুতরাং বুঝা গেল সকল প্রকার মারূফ (শরীয়ত অনুমোদিত ন্যায়) কাজে আমীরের নির্দেশ পালন করা মুমিনের জন্য ফরজ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "ইসলাম হয়না জামাআত ছাড়া, জামাআত হয়না আমীর ছাড়া, আমীর হয়না আনুগত্য ছাড়া। এ মর্মে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) আছারও মওজূদ আছে। ঐ পৃঃ ২৯-৩০

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে আন্দোলন ক'টি ধারায় বিভক্ত?

উঃ আমাদের দেশে বর্তমানে আন্দোলন মূলতঃ দুটি ধারা বিভক্ত।

(ক) ধর্ম নিরপেক্ষ ও (খ) ইসলামী।

প্রত্যেকটি আন্দোলন আবার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলির একভাগ ব্যক্তিজীবন আস্তিক বা ধর্মভীরু কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। অন্যভাগটি ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক উভয় জীবনে নাস্তিক-তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী দলগুলিও আবার দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের দলগুলি তাকলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান। আর অন্যভাগে রয়েছেন তারাই যাঁরা তাকলীদমুক্তভাবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন।

সূত্রঃ উদাত্ত আহ্বান পৃঃ ৬-৭।

প্রশ্নঃ বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

উঃ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী প্রতিভাবান ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দার সংখ্যা চিরকালই কম। আর এ সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরুদের উপর বিজয় অর্জন করেছে যুগে যুগে ও তাদেরকে পরিচালিত করেছে। এ সম্পর্কে আল্লহর ঘোষণা হল; "কতই না সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগুরু দলের উপরে জয় লাভ করেছে আল্লাহর হুকুমে.....।

বাকারাহ-২৪৯।

এই সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে মহানবীর (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বানী এরূপ: ইসলাম এসেছিল গুটি কতক মানুষের মাধ্যমে। আবার অনুরূপ সংখ্যক মানুষের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্প সংখ্যক মুমিনের জন্যই।" -মুসলিম।

এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, "যেসব লোকেরা আমার এ সব সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করবে, যেগুলিকে আমার মৃত্যুর পরে লোকেরা বিনষ্ট করে ফেলেছে।" আহমাদ-ঐ পৃঃ ১২

আলোচনা সভা

পাংশা থেকে মোক্তার হোসেন কবীর ঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের এক আলোচনা সভা সম্প্রতি পাংশা থানার রঘুনাথপুর বায়তুল আমান আল হাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মোঃ ইমান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজবাড়ী জেলা সহ-সভাপতি আবুল হাশেম, যুগ্ম আহ্বায়ক মুরসালিন কায়কাউস, পাংশা আঞ্চলিক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, শহিদুর রহমান প্রমুখ।

সভায় পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উপর আলোচনান্তে কুরআন ও হাদীছের আলোকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়।

সভা শেষে ইমান আলীকে ও মোল্লা আনিসুর রহমানকে সভাপতি ও সাঃ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘের পাংশা থানার রঘুনাথপুর এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

গত ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী '৯৬ নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা, রাজশাহীতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে দেশের জেলা সভাপতি ও মজলিসে শূরাগণসহ শতাধিক কর্মী অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ অসাদুল্লাহ আল-গালিব; আন্দোলনের সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাব উদ্দিন সুন্নী ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেজাউল করিম। প্রশিক্ষণে কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া রামাযানের তাৎপর্যের উপর বিভিন্ন আলোচনা করা হয়।

ইফতার মহফীল ও আলোচনাসভা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৯৬ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত "রামাযানের তাৎপর্য্যের উপর আলোচনা ও ইফতার মাহফিল" অনুষ্ঠানে আহলেহাদীছ আন্দোলণ বাংলাদেশ-এর আমীরে জামা'আত, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাঃ বিঃ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ শামছুল আলম এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন অধ্যাপক আব্দুল লতিফ, মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ রুস্তম আলী, মাওঃ অব্দুল ওয়াজেদ সালাফী, জনাব ইস্রাফিল হোসেন প্রমুখ। ইফতার মাহফিল শেষে, বাদ মাগরিব প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশত কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপুর্ন আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

গত ৩০ ও ৩১ শে জানুয়ারী'৯৬ নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ সাংগঠনিক জেলার শতাধিক কর্মী অংশ নেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এর সভাপতি মুহাম্মদ হারুন, সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমেদ ও অর্থ সম্পাদক মোফাক্কার হোসেন।